জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা

প্রশিক্ষণার্থী সহায়িকা

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা

প্রশিক্ষণার্থী সহায়িকা

অ্যাকসেলারেটিং ইউনিভার্সাল অ্যাকসেস টু ফ্যামেলি প্ল্যানিং (এইউএএফপি)/সুখী জীবন প্রকল্প

২০২২

এই প্রকাশনাটি সম্ভব হয়েছে আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডিভলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এর আর্থিক সহযোগিতায়। এখানে প্রকাশিত মতামতের দায় পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল এর; এর সাথে ইউএসএআইডি বা আমেরিকার সরকারের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে।

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

সুখী জীবন
সবার জন্য পরিবার পরিকল্পনা

PATHFINDER

প্রকাশ ২০২২

পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
পঞ্চম তলা, শেহজাদ প্যালেস,
৩২, গুলশান এভিনিউ, নর্থ - সি/এ
গুলশান ২, বাংলাদেশ

ম্যানুয়াল রিভিউ কমিটি

আহ্বায়ক

মোঃ নিয়াজুর রহমান, লাইন ডাইরেক্টর, ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
মোঃ আমিনুল ইসলাম, সাবেক লাইন ডাইরেক্টর, ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
ডা. মোঃ সারোয়ার বারী, সাবেক লাইন ডাইরেক্টর, ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

সদস্য

নাসরীন আক্তার, সহকারী পরিচালক এবং ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, স্কুল হেলথ অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
জাকিয়া আক্তার, উপ-পরিচালক, বৈদেশিক সংগ্রহ, উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
ডা. মনজুর হোসেন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এএন্ডআরএইচ, এমসিএইচ ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
ইন্দ্রাণী দেবনাথ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
জিন্নাত আরা, সহকারী পরিচালক, বৈদেশিক সংগ্রহ, উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
সৈয়দা উম্মে কাওসার ফেরদৌসী, সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর, নিপোর্ট

সদস্য সচিব

ডা. শামীমা পারভীন, জেন্ডার ম্যানেজার, ইউএসএআইডি সুখী জীবন প্রকল্প, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

সম্পাদনা ও সহযোগিতা

মোঃ মাহবুব- উল-আলম, প্রকল্প পরিচালক, ইউএসএআইডি সুখী জীবন প্রকল্প, কান্ট্রি ডিরেক্টও, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
ক্যারোলিন ক্রসবি, সিনিয়র এ্যাডভাইজার, প্রোগ্রাম সার্ভিস, ইউএসএআইডি সুখী জীবন, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
ডা. ফাতেমা শবনম, এডোলোসেন্ট এন্ড ইয়ুথ স্পেশালিস্ট, ইউএসএআইডি সুখী জীবন প্রকল্প, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
মতিউর রহমান, সহকারী পরিচালক (সমন্বয়), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
জোডি ডিপ্রোফিও, সিনিয়র টেকনিক্যাল এডভাইজর - জেন্ডার, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
রেবেকা হারম্যান, সিনিয়র টেকনিক্যাল এডভাইজর - জিবিভি এন্ড এমএনএইচ, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
ডা. জুলিয়া আহমেদ, কনসালটেন্ট, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
রিদওয়ানুল মসরুর, কমিউনিকেশন ম্যানেজার, ইউএসএআইডি সুখী জীবন প্রকল্প, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল
হালিমা আকতার, প্রোগ্রাম এসিস্টেন্ট, ইউএসএআইডি সুখী জীবন প্রকল্প, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

ডিজাইন

অলিভিয়া মোসেলে, কনসালটেন্ট, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

অনুবাদ

পার্থ প্রতিম দাস, কনসালটেন্ট, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

প্রস্তাবিত উদ্ধৃতি: অ্যাকসেলারেটিং ইউনিভার্সাল অ্যাকসেস টু ফ্যামেলি প্ল্যানিং (এইউএএফপি)/সুখী জীবন প্রকল্প। *জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ক সম্পূরক প্রশিক্ষণ মডিউল*, (ঢাকা: পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল, ২০২১)।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সারা বিশ্বে একটি মডেল। স্বাধীনতার পর থেকে এই উন্নয়ন দৃশ্যমান এবং চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ গত ৫০ বছরে সক্ষম বিবাহিত নারী প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা (TFR) কমেছে ৭ থেকে ২.০৪ এ এবং ২০২২ সালে এই লক্ষ্যমাত্রা ২.০ তে নামিয়ে আনতে হবে যার মাধ্যমে প্রতিস্থাপনযোগ্য জনউর্বরতা অর্জন সম্ভব। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (CPR) ৭৫% - এ উন্নীত করতে হবে, যাতে স্থায়ী এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা ব্যবহারকারীর অংশগ্রহণ হতে হবে ২০%। বাংলাদেশে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ১৬৫ থেকে ৭০ এ নামিয়ে আনাও এই কর্মসুচির একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এই কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে হলে পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে, জেন্ডার রীতিনীতি আচরণ ও প্রথার কারণে পরিবার পরিকল্পনা, মা এবং শিশুস্বাস্থ্য সেবায় প্রভাব পড়ছে। তারই প্রেক্ষিতে এই জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা ম্যানুয়াল।

'জেন্ডার' শব্দটির সাথে আমাদের প্রায় সকলের পরিচয় আছে। জেন্ডার বিষয়ক জ্ঞান ব্যক্তিগত, পারিবারিক, পেশাগত ও সামাজিক জীবনে চলমান বৈষম্যকে চিহ্নিত করে এবং সমতার পথ দেখায়। বিশেষত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সাথে সংযুক্ত সেবাদানকারী যারা আছেন তারা জানেন এই সেবার সাথে জেন্ডার রীতিনীতি ও প্রথা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিভিন্ন সূচক বিবেচনায় দেখা গিয়েছে যে, জেন্ডার প্রথা বা রীতিনীতি এবং আচরণ পরিবার পরিকল্পনা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সাথে অনেকাংশে জড়িত। এই কারণে সুবিধাবঞ্চিত জনগণ বিশেষ করে নারীর স্বাস্থ্যের উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে, যেমনঃ বাল্যবিয়ে, অপরিণত বয়সে সন্তান ধারণ শিশুমৃত্যু এবং মাতৃমৃত্যু। এজন্য মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়নে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ জরুরি।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, নিপোর্ট এবং সুখী জীবন, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল, ইউএসএআইডি এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা ম্যানুয়াল উন্নয়ন করা হয়েছে। এই ম্যানুয়ালটির উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়োপযোগী এই সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ম্যানুয়ালটি সুখী জীবন প্রকল্পের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ম্যানুয়ালটির মূল বিষয়বস্তু পরিবার পরিকল্পনা, এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের জন্য করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সেবাদানকারীগণ জেন্ডারের প্রাথমিক ধারণা পাবেন এবং পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবার সাথে জেন্ডারের সংপৃক্ততা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন । পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের মৌলিক প্রশিক্ষণে এই ম্যানুয়ালটি ব্যবহার করা যেতে পারে। ম্যানুয়ালটির সাথে সম্পুরক যেসকল ম্যানুয়াল আছে তা পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত কোনো প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটির কার্যকরী ব্যবহারেরে ফলে সেবাদানকারীগণ যে জ্ঞান অর্জন করবেন তা তারা ব্যবহারিক দৈনন্দিন কাজে বাস্তবায়ন করতে পারবেন যা সেবার গুনগত মান উন্নয়নে অবদান রাখবে।

সর্বোপরি, আমার বিশ্বাস এই ম্যানুয়ালটি সেবাদানকারীদের জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে সহায়ক হবে। সেইসাথে জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা প্রদানে ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করছি।

সাহান আরা বানু, এনডিসি
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

বাণী

বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সারা বিশ্বে একটি মডেল হিসেবে পরিচিত। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে সাফল্য অর্জনের জন্য জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করেছে। সারা দেশে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলোতে ২৪ ঘণ্টা ৭ দিন নিরাপদ প্রসব সেবা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে সকল সেবাকেন্দ্রে কিশোর-কিশোরীবান্ধব কর্নার স্থাপন করা হচ্ছে। গত কয়েক দশক ধরে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এই সুনাম অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এই অগ্রগতি এবং সাফল্য সম্ভব হয়েছে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের দক্ষ সেবাদানকারীদের আন্তরিকতা এবং একনিষ্ঠতার ফলে।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা, মা এবং শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সূচকগুলোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, আগামী জুন ২০২৩ সালের মধ্যে সক্ষম বিবাহিত নারী প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা (TFR) ২.০ এ নামিয়ে আনতে হবে। এজন্য বিভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (CPR) কমপক্ষে ৭৫%-এ উন্নীত করতে হবে। জুন ২০২৩ সালের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার (Unmet need) ১২% থেকে ১০% -এ নামিয়ে আনা; ১৫-১৯ বছর বয়সী দম্পতিগণের মা হওয়ার হার ৩০.৮% থেকে ২৫%-এ নামিয়ে আনা এবং পদ্ধতি ছেড়ে দেয়ার হার (Drop out) ৩৭% থেকে ২০%-এ নামিয়ে আনতে হবে।

মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাছাড়া পরিবার পরিকল্পনা বিভিন্ন পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার আমাদের উদ্দীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক ও প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহার বাড়লে, মা ও শিশুমৃত্যু কমে আসবে। মাতৃমৃত্যুরও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে ঘনঘন সন্তান ধারণ। তাই প্রসব ও প্রসব সংক্রান্ত বিশেষতঃ প্রসব পূর্ববর্তী ও প্রসব পরবর্তী জটিলতা যা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে খুব সহজেই উত্তরণ সম্ভব। সেইসাথে সেবাদানকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই সূচকগুলোর কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। উপরিল্লিখিত বিষয় বিবেচনায় এবং নেপথ্য কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, যেসকল কারণ উদ্দীষ্ট সূচকগুলোর উপর প্রভাব ফেলছে তার অন্যতম কারণ হচ্ছে: জেন্ডার রীতিনীতি, প্রথা ও প্রচলন এর কারণে সৃষ্ট জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (Gender-based violence)।

বাংলাদেশ সরকার যে তিনটি বিষয়কে "জিরো টলারেন্স" হিসেবে চিহ্নিত করেছে সেগুলো হল: শূণ্য মাতৃমৃত্যু; শূণ্য পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার এবং শূণ্য জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা। দেশে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সহিংসতা এবং অধিকার বিষয়ে গুরুত্বের সাথে কাজ করতে পারলে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে, সেবাদানকারীদের জেন্ডার ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা সংক্রান্ত বিষয়ে ধারণা থাকলেও সেবাগ্রহীতাদের সম্যক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে, তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এবং জেন্ডার বিষয়ে জ্ঞানের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তারই প্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, নিপোর্ট এবং 'সুখী জীবন' প্রকল্পের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ম্যানুয়েল উন্নয়ন করা হয়েছে।

জেন্ডার বিষয়ক এই ম্যানুয়েলটি অনুসরণ করে দেশে যথাযথ জেন্ডার নিরপেক্ষ সেবা প্রদান করা অত্যন্ত জুরুরি, যা মানসম্মত কার্যক্রমের জন্য খুবই প্রয়োজন। আমার প্রত্যাশা ও বিশ্বাস পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকল সেবাপ্রদানকারীগণ ও ব্যবস্থাপকগণ এটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। ম্যানুয়েলটির উন্নয়ন ও প্রণয়নে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সেইসাথে 'সুখী জীবন' প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়োপযোগী এই উদ্যোগের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে এই ম্যানুয়েলটির কার্যকরী ব্যবহারের ফলে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, কিশোর-কিশোরী সেবা এবং সর্বোপরি যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যে সংক্রান্ত সহিংসতা আছে সেবাদানকারীগণ তা নির্ণয়ে সক্ষম হবেন।

মোঃ নিয়াজুর রহমান
পরিচালক (অর্থ) এবং লাইন ডাইরেক্টর (এফপি-এফএসডি)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নারী ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে কার্যকরী স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করতে এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউএসএআইডি এর 'এক্সেলেরেটিং ইউনিভার্সাল এক্সেস টু ফ্যামিলি প্ল্যানিং' (সুখী জীবন নামে সুপরিচিত) প্রকল্প বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করছে। পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল ও সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন এর মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিভিন্ন সেবাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিকট প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করছে। যেমন : নববিবাহিত, প্রথমবারের মত বাবা-মা, কিশোর-কিশোরী, নারীদের প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা সেবা, গার্মেন্টসকর্মীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে গুণগত মানসম্পন্ন প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে, প্রকল্পটি বিভিন্ন ধরণের আধুনিক, অভিনব এবং কার্যকরী কৌশলসমূহ বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান করছে। উল্লেখ্য, সবার জন্য সমমানের পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকল্পে এসকল কার্যক্রম ও কৌশলসমূহের সাথে জেন্ডার সমন্বয় করা হয়েছে।

জেন্ডার রীতিনীতি ও প্রথা এবং এরসাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে; যদিও, পরিবার পরিকল্পনা বা স্বাস্থ্য সেবার সাথে জেন্ডার এর ওতপ্রোত সম্পর্ক ও প্রভাবিত হওয়ার বিভিন্ন আঙ্গিক সম্পর্কে অনেকের মধ্যেই পরিষ্কার ধারণার অভাব রয়েছে। সুখী জীবন প্রকল্পের শুরুর দিকে করা ফ্যাসিলিটি এসেসমেন্ট এবং ট্রেনিং নিড এসেসমেন্ট রিপোর্ট দুটিতেও এর বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সুখী জীবন প্রকল্প 'জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ক ম্যানুয়াল' তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এই ম্যানুয়ালটিতে জেন্ডার বিষয়ে প্রারম্ভিক ধারণার পাশাপাশি যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট জেন্ডার ভাবনা ও নীতি সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের সাথে জড়িত যে কোন প্রশিক্ষণে এ ম্যানুয়ালটি ব্যবহার করা যাবে। এই ম্যানুয়ালে কিছু বাংলা শব্দ রয়েছে যা অন্য কোনো ম্যানুয়ালে পাওয়া যায়নি, তাই রেফারেন্সের সুবিধার জন্য বাংলা এবং ইংরেজি উভয় শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ক ম্যানুয়ালটি মাঠ পর্যায়ে পাইলটিং এর মাধ্যমে চূড়ান্ত এবং টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক মুল্যায়নপূর্বক অনুমোদিত।

এই ম্যানুয়াল ব্যবহার করে পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারীগণ তাদের নিজেদের জেন্ডার সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবেন এবং সেবার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবেন। ম্যানুয়ালটি তৈরিতে সহায়তা করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, নিপোর্ট এবং সেইসাথে জেন্ডার বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ ও সুখী জীবন টিমের সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোঃ মাহবুব- উল-আলম
প্রকল্প পরিচালক
ইউএসএআইডি সুখী জীবন প্রকল্প
কান্ট্রি ডিরেক্টর
পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

সূচিপত্র

পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যে জেন্ডারের ভূমিকা ৭
মডিউল ১ এর হ্যান্ডআউট ৮
জেন্ডার মূল্যবোধ স্পষ্টকরণ ১১
মডিউল ২ এর হ্যান্ডআউট ১২
জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ১৩
মডিউল ৩ এর হ্যান্ডআউট ১৪
প্রজনন স্বাধিকার কমবয়সীবিবাহিত নারী ও তার স্বামী ১৭
মডিউল ৪ এর হ্যান্ডআউট ১৮
জেন্ডার সচেতন সেবা প্রদান ২১
মডিউল ৫ এর হ্যান্ডআউট ২২
পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষের সম্পৃক্তকরণ ২৫
মডিউল ৬ এর হ্যান্ডআউট ২৬
দক্ষতা উন্নয়ন জেন্ডার সংবেদনশীল কাউন্সেলিং ৩১
মডিউল ৭ এর হ্যান্ডআউট ৩৩
দক্ষতা উন্নয়ন জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে করণীয় ৩৫
মডিউল ৮ এর হ্যান্ডআউট ৩৭
জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার পরিকল্পনা সেবার বাধা দূরীকরণ ৩৯
মডিউল ৯ এর হ্যান্ডআউট ৪০

সূচনা

বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।[১] তবে, বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার (৬২%) এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অপূর্ণ চাহিদা (১২%) গত এক দশক যাবত অপরিবর্তিত রয়ে গেছে (২০১৭-১৮ বিডিএইচএস তথ্য অনুযায়ী)।[২] বাল্যবিয়ের হার এবং সন্তান জন্মদানের হারও প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।[৩] বিয়ের পরপরই সন্তান নেয়ার জন্য চাপ, ছেলে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের ব্যাপারে নারীর সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতার অভাব এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের সীমিত সুযোগ – এমন সমস্যাগুলো এখনও বিদ্যমান। এসকল সমস্যা জেন্ডার সমতা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। সেক্ষেত্রে, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বাছাই করা এবং পছন্দ অনুযায়ী পদ্ধতি ব্যবহার করতে গিয়ে বিভিন্ন বয়সের নারী বা পুরুষ অনেক রকম বাধাবিপত্তি বা সমস্যার সম্মুখীন হন। তাই (স্বাস্থ্যসেবায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জরুরি ভিত্তিতে এসকল সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।)

বাংলাদেশ তার পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হতে পিছিয়ে পড়ার পেছনে বড় কারণগুলোর মধ্যে জেন্ডার বৈষম্য ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা অন্যতম। নারী, পুরুষ এবং কিশোর-কিশোরীদের পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অধিকার পূরণের বিষয়টি জেন্ডার সমতা অর্জনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত।[৪] জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার কারণে নারীর পক্ষে সুবিধাজনক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বেছে নেয়া প্রায়শই সম্ভব হয়না, ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

ইউএসএআইডি-এর সুখী জীবন প্রকল্পের অধীনে "জেন্ডার সম্বনিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা" শীর্ষক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হল সেবাদানকারী এবং ম্যানেজারদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। উল্লেখ্য যে এসকল প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে জেন্ডার একটি সমন্বিত বিষয়। এ প্রকল্পের জেন্ডার সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হল:

- জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার হার কমানো, পরিবার পরিকল্পনা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের তাদের নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করা।
- জেন্ডার রূপান্তরমূলক কার্যক্রমে সহায়তা করা।
- ইউএসএআইডি-এর জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন নীতির প্রতি সমর্থন প্রদান করা।

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য

এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হল জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার পরিকল্পনা প্রদানে সেবাদানকারীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা যেন সেবাগ্রহীতা ও সেবাদানকারীর মধ্যে সম্পর্ক এবং সেবার গুণগত মান উন্নত হয়।

এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য:

১. পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সেবাদানকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
২. পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারীদের জেন্ডার সম্পর্কে যথাযথ ধারণা দেয়া যেন তারা এই ধারণা কাজে লাগিয়ে মানসম্মত সেবা দিতে পারেন।
৩. একজন সেবাদানকারীকে জেন্ডার সংবেদনশীল সেবা দিতে হলে যে যে দক্ষতার প্রয়োজন, সে বিষয় গুলোর সাথে প্রশিক্ষনার্থী দের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

---

[১] According to the BDHS (2017-18), the total fertility rate (TFR) decreased from 6.5 in 1975 to 2.3 in 2018.

[২] National Institute of Population Research and Training, Medical Education and Family Welfare Division Ministry of Health and Family Welfare, *BDHS 2017-2018.* (Rockville, MD/Dhaka: ICF/MoHFW, 2019).

[৩] According to the BDHS 2017-18, 59% of women ages 20–24 married before age 18 and the adolescent fertility rate was 28%.

[৪] Gender equality is defined as females and males having equal rights, freedoms, conditions, and opportunities for realizing their full potential.

উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত মডিউলগুলোর শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা:

- জেন্ডার ও লিঙ্গ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- জেন্ডার এবং জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়, যেমন: জেন্ডার প্রথা ও রীতিনীতি, জেন্ডার সমতা ও জেন্ডার ন্যায্যতার সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং বিষয়গুলো আরও ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন।
- কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের জেন্ডার সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।
- জেন্ডার নিয়ে তাঁদের নিজ নিজ ধারণা বা অভিজ্ঞতাগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।
- জেন্ডার সম্পর্কে ব্যক্তিগত ধারণা বা অভিজ্ঞতার কারণে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান কীভাবে প্রভাবিত হতে পারে তা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা কী তা বুঝতে পারবেন।
- জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতাকে ঘিরে প্রচলিত ভুল ধারণা ও বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন এবং জেন্ডার প্রথা ও রীতিনীতির কারণে পুরুষের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কেও ধারণা লাভ করবেন।
- কীভাবে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা এড়ানো যায় এবং নিজের জীবনে প্রতিফলন ঘটানো যায়, তা বলতে পারবেন।
- প্রজনন স্বাধিকার সম্পর্কিত মৌলিক ধারণাগুলো বলতে পারবেন।
- প্রজনন স্বাধিকার চর্চার ক্ষেত্রে কমবয়সীবিবাহিত নারী ও তাঁদের স্বামীদের প্রয়োজন ও সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবায় জেন্ডার ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কর্মসূচি এবং সেবাসমূহে জেন্ডার সমন্বয়করণের ৪টি উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষদের সম্পৃক্ত করার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।
- পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষদের সম্পৃক্ত করার একটি ফ্রেমওয়ার্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষকে সম্পৃক্ত করতে সেবাদানকারী কী কী উপায় অবলম্বন করতে পারেন তা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- জেন্ডার সংবেদনশীল কাউন্সেলিং কেমন হওয়া উচিৎ তা করে দেখাতে পারবেন।
- দম্পতিদের মধ্যে ইতিবাচক যোগাযোগ স্থাপনে (একে অপরের সাথে গঠনমূলকভাবে কথা বলার সুযোগ করে দিতে) এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কীভাবে সাহায্য করতে পারেন (ফ্যাসিলিটেশন) তার উপায়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রমের সবক্ষেত্রে "কোনও ক্ষতি না করার" নীতি এবং নারীর প্রতি সহিংসতার ঝুঁকি বর্ণনা করতে পারবেন।
- জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করে কীভাবে প্রাথমিক তথ্য সহকারে সেবা দেয়া সম্ভব তা করে দেখাতে পারবেন।
- জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সেলিং বা সেবা দিতে গিয়ে যেসব সমস্যা হয়, সেগুলোকে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- এই প্রশিক্ষণের ওপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণার্থীরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে পরিবর্তন আনার মত অন্তত ৩টি বিষয় চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নির্ধারণ, সম্ভাব্য বাধা চিহ্নিতকরণ এবং বাধা দূর করার কৌশল নির্ধারণ সাপেক্ষে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন।

এক নজরে প্রশিক্ষণ

মডিউল ০: প্রশিক্ষণ পরিচিতি	
অধিবেশন ০-১: পরিচিতি, দলগত নিয়ম এবং প্রি-টেস্ট	৬০ মিনিট
মডিউলের মোট সময়	**১ ঘণ্টা**
মডিউল ১: পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যে জেন্ডারের ভূমিকা	
অধিবেশন ১-১: জেন্ডার ও লিঙ্গ	৩৫ মিনিট
অধিবেশন ১-২: জেন্ডার ভূমিকা, সমতা এবং ন্যায্যতা	৬০ মিনিট
অধিবেশন ১-৩: জেন্ডার সমতা ও আইনগত অধিকার	২৫ মিনিট
মডিউলের মোট সময়	**২ ঘণ্টা**
মডিউল ২: জেন্ডার মূল্যবোধ স্পষ্টকরণ	
অধিবেশন ২-১: জেন্ডার মূল্যবোধ স্পষ্টকরণ	৪৫ মিনিট
মডিউলের মোট সময়	**৪৫ মিনিট**
মডিউল ৩: জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা	
অধিবেশন ৩-১: জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বলতে কী বোঝায়?	৬০ মিনিট
মডিউলের মোট সময়	**১ ঘণ্টা**
মডিউল ৪: প্রজনন স্বাধিকার – কমবয়সীবিবাহিত নারী ও তার স্বামী	
অধিবেশন ৪-১: প্রজনন স্বাধিকারের মৌলিক ধারণাসমূহ	৩৫ মিনিট
অধিবেশন ৪-২: কমবয়সীবিবাহিত নারী ও তার স্বামীর চাহিদা ও সমস্যাসমূহ	৫৫ মিনিট
অধিবেশন ৪-৩: প্রজনন স্বাধিকার অর্জনে সহায়ক জেন্ডার সংবেদনশীল কাউন্সেলিং পদ্ধতিসমূহ	৩০ মিনিট
মডিউলের মোট সময়	**২ ঘণ্টা**
মডিউল ৫: জেন্ডার সচেতন সেবা প্রদান	
অধিবেশন ৫-১: জেন্ডার সচেতন সেবা প্রদান	৩০ মিনিট
মডিউলের মোট সময়	**৩০ মিনিট**
মডিউল ৬: পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষের সম্পৃক্তকরণ	
অধিবেশন ৬-১: প্রজনন স্বাস্থ্যে পুরুষের সম্পৃক্তকরণ ফ্রেমওয়ার্ক	৬০ মিনিট
মডিউলের মোট সময়	**১ ঘণ্টা**
মডিউল ৭: দক্ষতা উন্নয়ন – জেন্ডার সংবেদনশীল কাউন্সেলিং	
অধিবেশন ৭-১: জেন্ডার সংবেদনশীল কাউন্সেলিং	৬০ মিনিট
মডিউলের মোট সময়	**১ ঘণ্টা**
মডিউল ৮: দক্ষতা উন্নয়ন – জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে করণীয়	
অধিবেশন ৮-১: জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে করণীয়	৪৫ মিনিট
মডিউলের মোট সময়	**৪৫ মিনিট**
মডিউল ৯: জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার পরিকল্পনা সেবার বাধা দূরীকরণ	
অধিবেশন ৯-১: জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার পরিকল্পনা সেবার বাধাসমূহ	৪৫ মিনিট
অধিবেশন ৯-২: ব্যক্তিগত কর্মপরিকল্পনা	৪৫ মিনিট
অধিবেশন ৯-৩: প্রশিক্ষণ সমাপ্তি	৩০ মিনিট
মডিউলের মোট সময়	**২ ঘণ্টা**
প্রশিক্ষণের মোট সময়	**১২ ঘণ্টা ***

**মধ্যাহ্নভোজ বা অন্যান্য বিরতি ব্যতিরেকে*

তথ্যসূত্র

Accelerating Universal Access to Family Planning (AUAFP)/Shukhi Jibon Project. *Supplemental Training Module on Gender Integration in Family Planning Services.* (Dhaka: Pathfinder International, 2020).

Accelerating Universal Access to Family Planning (AUAFP) Project. *Counseling Adolescents on Sexual and Reproductive Health: Trainer's Manual.* (Dhaka: Pathfinder International, 2020).

Accelerating Universal Access to Family Planning (AUAFP) Project. *Competency-Based Training: Trainer's Manual.* (Dhaka: Pathfinder International, 2020).

Accelerating Universal Access to Family Planning (AUAFP) Project. *Mentorship and Supportive Supervision: Trainer's Manual.* (Dhaka: Pathfinder International, 2020).

APHIA II Western. Infant and Young Child Feeding and Gender: A Training Manual for Male Group Leaders. 2011.

EngenderHealth. Comprehensive Counseling for Reproductive Health: An Integrated Curriculum. 2003.

EngenderHealth. Engaging Men in Sexual and Reproductive Health Services: A Continuum of Programme Activities.

High Impact Practices (HIP) in Family Planning. Engaging Men and Boys in Family Planning: A Strategic Planning Guide. 2018.

FP2020 Rights & Empowerment Working Group. Family Planning 2020: Rights and Empowerment Principals for Family Planning.

FP2020. Rights-Based Family Planning: Developing & implementing programs that aims to fulfill the rights of all individuals. 2020.

HRH2030. Defining and Advancing a Gender Competent Family Planning Service Provider: A Competency Framework and Technical Brief. 2020.

International Center for Research on Women (ICRW). A Conceptual Framework for Reproductive Empowerment. 2018.

IntraHealth, Better Practices in Gender Sensitivity: Gender Sensitivity Assessment. 2003.

IPPF and UNFPA. Global Sexual and Reproductive Health Service Package for Men and Adolescent Boys. London/New York: IPPF and UNFPA, 2017.

Kabeer, Naila. "Resources, agency, achievements: reflections on the measurement of women's empowerment" *Dev. Change* 30, 1999: 435–464.

MCSP, MCSP HRH Liberia Gender Responsive Teaching Methods. 2018.

Ministry of Health and Family Welfare Government of the People's Republic of Bangladesh. Gender Strategy 2014.

Pathfinder International. Providing Reproductive Health Services to Young Married Women and First-time Parents: A Supplemental Training Module for Facility-based Health Care Providers. Watertown, MA: Pathfinder International, 2016.

Population Reference Bureau. The Gender Integration Continuum: Training Session User's Guide. 2017.

Pulerwitz, J., A. Gottert, M. Betron, and D. Shattuck on behalf of the Male Engagement Task Force, USAID/IGWG. Do's and don'ts for engaging men & boys. Washington, DC, 2019.

Rottach, E., K. Hardee, R. Jolivet, and R. Kiesel. Integrating Gender into the Scale Up of Family Planning and Maternal, Neonatal, and Child Health Programs. Washington, DC: Futures Group, Health Policy Project, 2012.

UN Women. 10 Myths About Violence Against Women and Girls. 2019.

United Nations. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. New York, 18 December 1979.

USAID/Interagency Gender Working Group (IGWG). Gender Based Violence: A Primer.

USAID/Interagency Gender Working Group (IGWG). Gender Equality Continuum Tool.

USAID Interagency Working Group (IGWG), "Act Like a Man, Act Like a Woman".

USAID Learning Lab. Gender 101: Gender Equality at USAID eLearning Course (2013).

WHO. Caring for Women Subjected to Violence: A WHO Curriculum for Training Health-care Providers. Geneva: WHO, 2019.

WHO. Ensuring Human Rights in the Provision of Contraceptive Information and Services: Guidance and Recommendations. Geneva: WHO, 2014.

WHO. Health Workers for Change: A Manual to Improve Quality of Care. Geneva: WHO, 2018.

WHO. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 3rd ed. Geneva: WHO, 2016.

Willan, S., A. Gibbs, I. Petersen, R. Jewkes, "Exploring young women's reproductive decision-making, agency and social norms in South African informal settlements" *PLoS ONE* 15(4). 2020

পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যে জেন্ডারের ভূমিকা [৫]

ভূমিকা

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে জন্মনিয়ন্ত্রণের অপূর্ণচাহিদা কিংবা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের নিম্নহারের জন্য জেন্ডার বৈষম্য বা জেন্ডার ভূমিকা দায়ী। জেন্ডার প্রথা, রীতিনীতি এবং জেন্ডার ভূমিকার কারণে সৃষ্ট জেন্ডার বৈষম্যের ফলে সমাজে নারীর মর্যাদাকে ছোট করে দেখা হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকার মূল্যায়ন করা হয়না। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করার ব্যাপারে মানুষের মানসিকতা ও প্রবণতা অনেকাংশে সামাজিক এবং জেন্ডার রীতিনীতির ওপর নির্ভরশীল। যেমন, জেন্ডার ভূমিকা ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণার কারণে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা সীমিত হয়ে পড়ে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নারী ও পুরুষের মধ্যে যোগাযোগে সমস্যা হয়। এই মডিউলে প্রশিক্ষণার্থীদের জেন্ডার সম্পর্কে মৌলিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হবে যার মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারীগণ বুঝতে পারবেন যে পরিবার পরিকল্পনা সেবায় জেন্ডার কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে।

[৫] Adapted from MCSP, "MCSP HRH Liberia Gender Responsive Teaching Methods" (2018); APHIA II Western, "Infant and Young Child Feeding and Gender: A Training Manual for Male Group Leaders" (2011); USAID Interagency Working Group (IGWG), "Act Like a Man, Act Like a Woman".

মডিউল ১ এর হ্যান্ডআউট

হ্যান্ডআউট ১(ক)

জেন্ডার শব্দকোষ

স্বাধিকার (Agency) বলতে নিজ বাড়ি, এলাকা, সমাজ এবং রাষ্ট্রে একজন ব্যক্তির নিজের শরীর সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া এবং নিজ শরীরের ওপর স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারাকে বোঝায়। মানুষের স্বাধিকারের বিষয়টি বেশ কিছু বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল, যেমন: ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, যৌন দৃষ্টিভঙ্গি, জেন্ডার, বয়স, শিক্ষা, রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং আরও অন্যান্য বিষয়।

ক্ষমতায়ন (Empowerment) বলতে ব্যক্তির স্বাধিকারের সম্প্রসারণকে বোঝায় যেন আর্থসামাজিক বা ক্ষমতার বৈষম্যসহ স্বাধিকার অর্জনের পথে বিভিন্ন অন্তরায়সমূহ দূর করার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়া ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হয়।

নারীত্ব (Femininity) বলতে এমন কিছু গুণাবলীকে বোঝায় যা নারীর বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা হয়।

জেন্ডার (Gender) বলতে নারী, পুরুষ, ছেলে, মেয়ে এবং অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ধারী ব্যক্তি, যেমন: ট্রান্সজেন্ডার – প্রত্যেকের জন্য সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য কিছু ভূমিকা, রীতিনীতি এবং আচার আচরণ রয়েছে সেই বিষয়টি বোঝায়। এসব বিষয়গুলো বস্তুত সামাজিকভাবে গড়ে ওঠে যা জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম এবং সংস্কৃতি ভেদে অনেকটাই ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন, সমাজে একটি সাধারণ জেন্ডার রীতি হল বাড়ির বেশির ভাগ কাজ মেয়েরাই করবে।

জেন্ডার নমনীয় পন্থা (Gender Accommodating Approach) বলতে সেইসব পন্থা বা পদ্ধতিকে বোঝায় যেখানে নারী ও পুরুষের বিশেষ চাহিদাগুলোকে বিবেচনায় নেয়া হয়, কিন্তু জেন্ডার বৈষম্যের মূলে থাকা বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ: অনেক প্রথাগত বা সামাজিক কারণে নারী সেবাগ্রহীতারা সেবা নিতে পুরুষ স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে যেতে পারেন না। এমতাবস্থায় স্বাস্থ্যকর্মী পদে নারীদের নিয়োগ দেয়া হলে পরিবার পরিকল্পনা সেবার গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে পারে ঠিকই কিন্তু এতে সেবাগ্রহীতার অনাগ্রহের মূল কারণগুলো চিহ্নিত হয়না।

জেন্ডার সচেতন (Gender Aware) সেবা কার্যক্রম বা কর্মসূচিগুলো নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা, দায়দায়িত্ব, স্বত্ব, অধিকার এবং নারী-পুরষের মধ্যকার ক্ষমতার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় বিচার বিবেচনা করে পরিকল্পনা করা হয়।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (Gender-based Violence) বলতে নারী বা পুরুষের প্রত্যাশিত আচরণের কারণে কোনও ব্যক্তি তার জৈবিক লিঙ্গ, জেন্ডার পরিচয় বা বয়সের কারণে সহিংসতার শিকার হওয়াকে বোঝায়। সহিংসতা বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেতে পারে, যেমন –"ঘরে কিংবা বাইরে শারীরিক, মানসিক বা যৌন নিপীড়ন; হুমকি; চাপ প্রয়োগ, ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ; অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করা ইত্যাদি। নারী-পুরুষের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বৈষম্যগুলোই জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার মূল কারণ। জন্মের পর থেকে যেকোনও বয়সেই (শৈশব, কৈশোর, প্রাপ্তবয়স বা বার্ধক্য) একজন ব্যক্তি (নারী, পুরুষ বা ট্রান্সজেন্ডার) সহিংসতার শিকার হতে পারেন[৬]। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার অনেক উদাহরণ দেয়া সম্ভব, যেমন –

- কন্যাশিশু হত্যা,
- বাল্যবিয়ে ও জোরপূর্বক বিয়ে,
- শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়ন,
- শিশুদের গোপনাঙ্গে অযাচিতভাবে স্পর্শ করা
- মানব পাচার,
- যৌন নিপীড়ন,

[৬] World Health Organization (WHO), *Multi-country study on women's health and domestic violence against women: summary report of initial results on prevalence, health outcomes and women's responses* (Geneva: 2005).

- মানহানি এবং অত্যাচার,
- অবহেলা বা অবজ্ঞা করা,
- পারিবারিক সহিংসতা,
- অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করা ইত্যাদি।

জেন্ডার অজ্ঞ (Gender Blind): নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা, দায়দায়িত্ব, স্বত্ব, অধিকার এবং বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরষের মধ্যকার ক্ষমতার সম্পর্ক ইত্যাদি বিচার বিবেচনা না করেই যখন কর্মসূচি বা সেবা কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়। এ ধরণের প্রকল্প বা সেবাসমূহে জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়।

জেন্ডার সমতা (Gender Equality) বলতে জৈবিক লিঙ্গ বা জেন্ডারের ভিত্তিতে কারও প্রতি বৈষম্য না করাকে বোঝায়। এর মানে হল প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমানভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেয়া এবং স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও ভোটাধিকারসহ বিভিন্ন আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

জেন্ডার ন্যায্যতা (Gender Equity) বলতে বোঝায় নারী, পুরুষ এবং অন্যান্য সকল জেন্ডার পরিচয়ধারী ব্যক্তিদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা। এর মানে হল নারী ও পুরুষের চাহিদা, ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধাগুলো যে ভিন্ন তা স্বীকার করে নেয়া এবং এসব কারণে সৃষ্ট বৈষম্যগুলো দূর করার চেষ্টা করা। জেন্ডার ন্যায্যতা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই জেন্ডার সমতা অর্জন করা যায়।

জেন্ডার শোষণমূলক কার্যক্রম (Gender Exploitative Programming): এধরণের নীতিমালা বা কর্মসূচিতে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের স্বার্থে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে জেন্ডার বৈষম্যমূলক গতানুগতিক চিন্তাধারার সুযোগ গ্রহণ করা হয়। এতে বৈষম্যগুলো আরও বেড়ে যায় বা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। এই ধরণের পন্থায় স্বল্পমেয়াদে ফলাফল পাওয়া গেলেও দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

জেন্ডার পরিচয় (Gender Identity) বলতে কোনও ব্যক্তি নিজেকে কী মনে করেন (নারী, পুরুষ, উভয়ই বা কোনটিই নয়) তা বোঝায়।

জেন্ডার সমন্বয়করণ (Gender Integration) বলতে জেন্ডার বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে জেন্ডারের উপরোক্ত সংজ্ঞানুযায়ী নানাবিধ বিষয় বিবেচনা করে প্রকল্প বা সেবা কার্যক্রমে গৃহীত কৌশল ও পন্থাকে বোঝায়।

জেন্ডার সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা (Gender-related Barriers) বলতে স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জেন্ডারের কারণে সৃষ্ট বাধাবিপত্তিকে বোঝায়। নারী, পুরুষ ও অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ধারী ব্যক্তি সম্পর্কে বদ্ধমূল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা ও রীতিনীতিগুলোই এসব বাধাবিপত্তির কারণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মায়েদের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে সীমিত। তারা অর্থনৈতিকভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকেন অথবা স্বাধীনভাবে বাড়ির বাইরে (যেমন: স্বাস্থ্যকেন্দ্রে) যেতে পারেন না, অনেক সময় তাঁদের পক্ষে সঠিক পদ্ধতি বেছে নেয়া সম্ভব হয় না।

জেন্ডার সংবেদনশীল (Gender-sensitive) বলতে সেই সকল কার্যক্রম, পদক্ষেপ ও নীতিমালাকে বোঝানো হয় যেগুলো নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা, দায়দায়িত্ব, স্বত্ব, অধিকার এবং বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরষের মধ্যকার ক্ষমতার সম্পর্ক বিচার বিবেচনা করে নেয়া হয়।

জেন্ডার রূপান্তরমূলক পন্থা (Gender-transformative Approaches) বলতে এমন পন্থা বা কৌশলকে বোঝায় যেগুলো বিদ্যমান জেন্ডার ভূমিকা, রীতিনীতি, মনোভাব ও প্রথাগুলোকে বদলে দিতে পারে। জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যের মূল কারণগুলো ও তার ফলে সৃষ্ট ক্ষমতার বৈষম্যগুলো নিরসনের চেষ্টা করাই এই সকল পন্থার উদ্দেশ্য। যেমন, পুরুষ ব্যক্তিটি যদি বাবা হিসাবে আরও সক্রিয়ভাবে সন্তান লালন পালনের দায়িত্ব নেন, তাহলে জেন্ডার ন্যায্যতা অর্জনে তিনি একটি বড় অবদান রাখতে পারেন। একইভাবে, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে নারীদের আরও বেশি শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলার মাধ্যমে তাদের আত্মবিশ্বাস ও স্বাধিকার উন্নত করা সম্ভব।

পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারী (Family Planning Service Provider) বলতে বোঝায় পরিবার পরিকল্পনা সেবা, শিক্ষা বা কাউন্সেলিং প্রদানের সাথে জড়িত এমন কোনও ব্যক্তি। তিনি হতে পারেন ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী বা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে জড়িত যে কেউ।

ইন্টারসেক্স বা আন্তঃলিঙ্গ (Intersex) বলতে সেসকল ব্যক্তিকে বোঝায় যাদের যৌন, ক্রোমোজোমগত বা হরমোনগত বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণ 'পুরুষ' বা 'নারী'র যে দৈহিক গড়ন (যৌনাঙ্গ বা অন্যান্য প্রজনন অঙ্গ) ও বৈশিষ্ট্য তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই অসামঞ্জস্যতা বা পার্থক্যগুলো অনেক রকম হতে পারে এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্যেও ব্যাপক পার্থক্য থাকতে পারে।

স্বামী বা অন্তরঙ্গ সঙ্গী দ্বারা সংঘটিত সহিংসতা (Intimate Partner Violence) বলতে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের মধ্যে সংঘটিত এমন যেকোনও আচরণকে বোঝায় যার কারণে অপর সঙ্গী শারীরিক, যৌন বা মানসিকভাবে আঘাত পেতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ:

- চড়-থাপ্পড় বা কিল-ঘুষি মারা,
- মারধর করা বা অন্য কোনওভাবে শারীরিক আঘাত করা,
- জোরপূর্বক সহবাসে বাধ্য করা বা অন্য যেকোনও ধরণের যৌন আচরণে বাধ্য করা,
- অপমান বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা,
- সার্বক্ষণিক অবজ্ঞা,
- ভয়ভীতি দেখানো, আঘাতের হুমকি দেয়া,
- বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দেয়া,
- আত্মীয়-স্বজন/বন্ধু-বান্ধবের সাথে যোগাযোগ করতে না দেয়া,
- চিকিৎসা সেবা গ্রহণে বাধা দেয়া ইত্যাদি।

পুরুষত্ব (Masculinity) বলতে এমন কিছু গুণাবলীকে বোঝায় যা পুরুষের বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা হয়।

যৌন দৃষ্টিভঙ্গি (Sexual Orientation) বলতে একজন ব্যক্তি কী ধরণের যৌন অথবা রোমান্টিক আকর্ষণ বোধ করেন (কোন লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট) তা বোঝায়। এর সাথে ব্যক্তির যৌন পরিচয়, যৌন আচরণ এবং যৌন আকাঙ্ক্ষার সম্পর্ক রয়েছে।

সেক্স বা জৈবিক লিঙ্গ (Sex) বলতে জন্মের সময় যেসকল জৈবিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে মানুষকে নারী, পুরুষ বা ইন্টারসেক্স হিসাবে চিহ্নিত করা হয় সেটিকে বোঝায়।

ট্রান্সজেন্ডার (Transgender) বলতে সার্বিকভাবে সেই সব ব্যক্তিদের বোঝায় যারা মনে করেন যে তাদের লিঙ্গ জন্মের সময় নির্ধারিত লিঙ্গের চেয়ে ভিন্ন কিংবা যাদের জেন্ডার পরিচয় বা আচার আচরণ গতানুগতিক জেন্ডার রীতিনীতি থেকে আলাদা। 'ট্রান্সজেন্ডার' শব্দটি দিয়ে বহু রকম জেন্ডার পরিচয় ও জেন্ডার অভিব্যক্তিকে বোঝায়। এর মধ্যে যেসকল পরিচয় নারী বা পুরুষ হিসাবে গণ্য হতে পারে তা যেমন রয়েছে, তেমনি যেসকল পরিচয় এই দুইয়ের মধ্যে পড়ে না সেগুলোও অন্তর্ভুক্ত। ট্রান্সজেন্ডার কথাটি ইন্টারসেক্স হতে ভিন্ন। ইন্টারসেক্স বলতে যৌনাঙ্গ বা অন্যান্য প্রজনন অঙ্গ বা ক্রোমোজোমসহ বিভিন্ন রকম অস্বাভাবিক যৌন বৈশিষ্ট্যের কারণে যখন জন্মের সময় সুনির্দিষ্টভাবে ছেলে বা মেয়ে হিসাবে চিহ্নিত করতে পারা যায় না সেই বিষয়টিকে বোঝায়। *(ট্রান্সজেন্ডার কথাটির মধ্যে আরও অনেক রকম পরিচয় অন্তর্ভুক্ত, যেমন- তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি বা সেই সব ব্যক্তি যারা নিজেদের পরিচয় একাধিক জেন্ডার দ্বারা প্রকাশ করেন বা যারা কোনও জেন্ডার ছাড়াই নিজেদের পরিচয় দিতে চান।)*

নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা (Violence against Women and Girls) বলতে এমন যেকোনও আচরণকে বোঝায় যা জেন্ডার প্রথা বা নারী-পুরুষের মধ্যকার ক্ষমতার বৈষম্যজনিত কারণে ঘটে থাকে এবং যার ফলে নারী ঘরে-বাইরে হুমকি, বলপ্রয়োগ বা ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণসহ অন্যান্য শারীরিক, মানসিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হন বা হতে পারেন।

জেন্ডার মূল্যবোধ স্পষ্টকরণ [৭]

ভূমিকা

এই মডিউলটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন জেন্ডার ও জেন্ডার সমতা বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারেন এবং এ বিষয়গুলো নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে উৎসাহী হন। তাছাড়া, পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারী হিসাবে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ বা অভিজ্ঞতার কারণে তাঁদের কাজের ওপরে বা কাজ সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে কী ধরণের প্রভাব পড়তে পারে, এই মডিউলটিতে সে বিষয়েও ধারণা দেয়া হয়েছে।

[৭] Adapted from Interagency Working Group (IGWG), “Vote With Your Feet”.

মডিউল ২ এর হ্যান্ডআউট

টুলস্ ২(ক)

"ভোট প্রদান" সম্পর্কিত বক্তব্য [৮]

১. মেয়েদের বাড়ির ভেতরেই থাকা উচিৎ।

২. কয়টি সন্তান নেবেন, কবে নেবেন এবং সন্তান ধারণে কতদিন বিরতি দেবেন সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার নারীর রয়েছে।

৩. মেয়ে সন্তানের চাইতে ছেলে সন্তানের মূল্য বেশি।

৪. পরিবার পরিকল্পনার দায়িত্ব মূলত নারীর।

৫. অর্থ উপার্জন এবং সংসারের দায়িত্ব নেয়া শুধুমাত্র পুরুষের কাজ।

৬. অনেক সময় সহিংসতার জন্য মেয়েরাও দায়ী থাকে।

৭. পুরুষরা অনেক সময় সঙ্গত কারণেই তাঁদের স্ত্রীদের ওপর সহিংস হতে পারে।

৮. পুরুষদের পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সেলিং-এ রাখা হলে তারা তাঁদের সিদ্ধান্তগুলো নারীর ওপর চাপিয়ে দেয়ার আরও বেশি সুযোগ পাবেন।

৯. স্বামীর ইচ্ছা অনুযায়ী স্ত্রী সহবাসে বাধ্য।

১০. স্বামীকে না জানিয়ে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করতে চাইলে তা দেয়া উচিৎ নয়।

১১. মা হওয়াই নারীর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

১২. সন্তানের বাবা হতে পারাই পুরুষত্বের আসল লক্ষণ।

১৩. জেন্ডার ন্যায্যতা পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির লক্ষ্য।

১৪. প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা নিয়ে কিছু করা ঠিক নয়, কারণ এটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়।

১৫. পুরুষদের বিনামূল্যে এবং সহজে ব্যবহার করতে পারেন এমন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি দিয়ে কোনও লাভ নেই, কারণ এগুলো তারা ব্যবহার করবেন না।

১৬. পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল দম্পতিদের মধ্যে জেন্ডার সমতা তৈরি করা।

১৭. পুরুষরা করতে পারে এমন যেকোনও কাজই নারীরাও করতে পারে।

১৮. স্ত্রীর ওপর নির্যাতন বা সহিংস আচরণ করার মত সঙ্গত কারণ অনেক সময়ই থাকতে পারে।

১৯. সেবা নিতে আসা দম্পতিদের মধ্যকার ক্ষমতার বৈষম্য দূর করা সেবাদানকারীর দায়িত্ব নয়।

২০. সহিংসতা সম্পর্কিত প্রথাগত ধারণাগুলোর পরিবর্তন না হওয়ার পেছনে পুরুষের মত নারীরও ভূমিকা রয়েছে।

[৮] IGWG, "Vote With Your Feet: Example Bank".

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা

ভূমিকা

সারা বিশ্বের সব সমাজ ব্যবস্থাতেই জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা ঘটে। বিশ্বে প্রতি ৩ জন নারীর মধ্যে ১ জন জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার হন। তাঁদের প্রত্যেকেই তাঁদের জীবনের কোনও না কোনও সময়ে শারীরিক নির্যাতন, জোরপূর্বক সহবাসে বাধ্য করা বা অন্য কোনও ধরণের সহিংসতার শিকার হয়েছেন। অনেক সময় দেখা যায় যে তারা তাঁদের পরিচিত ব্যক্তিদের দ্বারাই সহিংসতার শিকার হন – যেমন: আত্মীয়, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, সহকর্মী বা তাঁদের নিয়োগকর্তাদের দ্বারা। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার যে রূপটি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে তা হল নারীর প্রতি সহিংসতা। জেন্ডার প্রথা বা রীতিনীতির কারণে পুরুষ, কিশোর বা ছেলেশিশুও সহিংসতার শিকার হতে পারে। কিন্তু সমাজে নারীর অবস্থান ও ক্ষমতার বৈষম্যজনিত কারণে নারী, কিশোরী ও কন্যাশিশুর ওপর সহিংসতার ঘটনা অনেক বেশি ঘটে। এই মডিউলে আমরা দেখবো যে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বলতে আসলে কী বোঝায়, কোন ধরণের সহিংসতা জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার আওতায় পড়ে, সহিংসতার ঘটনা কোথায় কীভাবে ঘটে এবং সচরাচর কাদের দ্বারা ঘটে ও কারা এর শিকার হন। প্রজনন স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপসহ আরও কত রকমভাবে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটতে পারে বা কীভাবে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে সেই বিষয়গুলোও আমরা বুঝতে চেষ্টা করবো।

মডিউল ৩ এর হ্যান্ডআউট

হ্যান্ডআউট ৩(ক)

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার বিভিন্ন রূপ

হ্যান্ডআউট ৩(খ)

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা: ভুল ধারণা নাকি বাস্তব?[৯]

বিশ্বের ৩৫% নারী জীবনের কোনও না কোনও সময় জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার হয়ে থাকেন।

বাস্তব

বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ নারী জেন্ডারের কারণে শারীরিক, মানসিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হন। ১৯ বছরের কম বয়সী নারীদের ক্ষেত্রে এধরণের সহিংসতার হার প্রায় একই রকম। সারা বিশ্বে ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের ক্ষেত্রে এই হার ২৯%।[১০]

[৯] Adapted from: UN Women, 10 myths about violence against women and girls (2019).
[১০] WHO, Violence against Women – Factsheet (2017).

বাংলাদেশে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা নেই।

ভুল ধারণা

বাংলাদেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৭২.৬%) বিবাহিত নারীর জীবনে অন্তত একবারের জন্য হলেও কোনও না কোনও ধরণের সহিংসতার অভিজ্ঞতা হয়েছে। অর্ধেকেরও বেশি (৫৪.৭%) নারী বিগত ১২ মাসের মধ্যে কোনও না কোনও সহিংসতার শিকার হয়েছেন।[১১]

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা হতেই পারে, এক্ষেত্রে কিছু করার নেই।

ভুল ধারণা

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার পেছনে ছোটবেলা থেকে দেখে আসা রীতিনীতি এবং তার ফলে গড়ে ওঠা মনোভাবের ভূমিকা রয়েছে। পরিবার ও সমাজে শ্রদ্ধাবোধ ও সমতাপূর্ণ আচরণ চর্চা করার মাধ্যমে এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বিবাহিত সম্পর্কের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ভুল ধারণা

বিবাহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য বা ঝগড়া-বিবাদ হতেই পারে। কিন্তু সহিংসতা কখনোই তার সমাধানের উপায় হতে পারেনা। সহিংসতা পরিহার করেও মতভেদ বা বিবাদ নিষ্পত্তি করা সম্ভব।

পারিবারিক সহিংসতা কেবলই একটি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয় নয়।

বাস্তব

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা মানবাধিকারের লঙ্ঘন এবং একটি গুরুতর অপরাধ। সমাজ থেকে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা দূর করতে আমাদের সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারী এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন।

[১১] Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh. Report on Violence Against Women (VAW) Survey 2015

মডিউল ৪

প্রজনন স্বাধিকার – কমবয়সীবিবাহিত নারী ও তার স্বামী

ভূমিকা

বাংলাদেশের কিশোরী এবং কমবয়সী নারীদের একটি বড় অংশই বিবাহিত। অর্ধেকেরও বেশি (৫৯%) মেয়ের বয়স ১৮ বছর হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায় এবং ২২% মেয়ের বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে বিয়ে হয়ে যায়।[১২] বিয়ের মাধ্যমেই বাংলাদেশে বেশিরভাগ নারী ও কিশোরীর যৌন অভিজ্ঞতা হয় এবং সন্তান ধারণ করে। কমবয়সী বিবাহিত নারীদের মধ্যে আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের প্রবণতা কম এবং বিয়ের পরপরই তারা গর্ভবতী হয়ে পড়েন। এই সহায়িকায় " কমবয়সীবিবাহিত নারী" বলতে ১০-২৪ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরী ও নারীকে বোঝানো হয়েছে। যেসব নারী বা কিশোরীর সন্তান আছে তারা এবং যাঁদের সন্তান নেই তারাও এই দলের অন্তর্ভুক্ত।

[১২] Girls Not Brides, Bangladesh - Child Marriage Around the World. Girls Not Brides (webpage). June 2019.

মডিউল ৪ এর হ্যান্ডআউট

কেস-স্টাডি: ফাতেমা

ফাতেমা, বয়স ১৭ বছর, ২ বছর আগে বিয়ে হয়েছে এবং ১ বছর বয়সী একটি মেয়ে আছে। মেয়েটি তার চোখের মণি কিন্তু মেয়েকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই কারণ তার প্রায়ই অসুখ-বিসুখ লেগে থাকে। তার শ্বাশুড়ি সারাক্ষণ আরেকটা বাচ্চা নেয়ার কথা বলেন। বলেন যে বেশি দেরি করা একদম ঠিক হবেনা। আরেকটা বাচ্চা নিতে হবে সেটা ফাতেমা নিজেও বোঝেন, যেহেতু তাদের প্রথম সন্তানটি মেয়ে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আরেকটা বাচ্চা নিতে গেলে তার অনেক কষ্ট হবে। মেয়েটাও তো খুব একটা সুস্থ থাকেনা, তার দেখাশোনাও কি ঠিকভাবে হবে?

ফাতেমা শুনেছে যে ইনজেকশন নিলে নাকি তিন মাসের জন্য নিশ্চিন্ত থাকা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারে এর বেশি আর কিছুই সে জানেনা। তার এলাকায় কয়েকজন নারী স্বাস্থ্যকর্মী আছেন, তাদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা যায়। কিন্তু তারা অনেক বয়স্ক মানুষ। তাছাড়া তারা তার শ্বাশুড়িরও পরিচিত। ইনজেকশন নেয়ার কথা ভাবছেন জানতে পারলে তার শ্বাশুড়ি আর স্বামী দুজনেই তাকে বারণ করবেন। এমন আর কেউ নেই যার সাথে এ বিষয়ে আলাপ করতে পারেন। বাড়ি থেকে বের হওয়ারও সুযোগ নেই বললেই চলে। স্কুলের বান্ধবীরাও কেউ কাছে নেই। সবারই বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে।

ফাতেমার ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাবে বলে মনস্থির করল। পরিচিত কারও সঙ্গে যে সেখানে দেখা হয়ে যাবেই এমন তো কথা নেই। বাচ্চাকে ডাক্তার দেখাতে হবে বলে সে একদিন বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ল এবং অনেকটা পথ হেঁটে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছালো। সকাল সকালই বেরিয়েছিল কারণ ফিরে গিয়ে অনেক কাজ করতে হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে দেখল বাচ্চা নিয়ে অনেক নারী বাইরে অপেক্ষা করছে। তারা সবাই বার বার তার দিকে তাকাচ্ছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের লোক আসতে দেরি হল। ততক্ষণে এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। ফাতেমা অবশেষে সাহস করে সামনের টেবিলে বসা সেবাদানকারীর সাথে কথা বলতে এগিয়ে গেল। তিনি জানতে চাইলেন বাচ্চার অসুখ নেই, তাহলে সে কেন এসেছে? যখন বলল যে সে পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে কথা বলতে চায়, তখন সেবাদানকারীর চেহারা দেখে মনে হল যেন সে কাজটা ঠিক করছে না। যাই হোক, তিনি কোনো কথা না বলে শুধু একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে সেখানে অপেক্ষা করতে বললেন। ফাতেমা সেখানে আরও দুই ঘণ্টা বসে রইল। তার মনে হচ্ছিল তার চেয়ে বয়সে বড় সব নারীরা তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে। তাদের মধ্যে একজন আবার পরিচিত, তার শ্বাশুড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। তাকে দেখে অবাক হলেন – বললেন এসব তো বয়স্ক নারীদের জন্য যাদের আর বাচ্চা কাচ্চার দরকার নেই।

অবশেষে ভেতরে ডাক পড়ল। স্বাস্থ্যকর্মী মনে হচ্ছিল কোনো কিছু নিয়ে বেশ রেগে আছেন। জানতে চাইলেন কী কারণে তার কাছে আসা। বলল সে এত তাড়াতাড়ি আরেকটা বাচ্চা নিতে চায় না আর সে শুনেছে যে সেজন্য ইনজেকশন বা এমন কিছু একটা নাকি নেয়া যায়। সেবাদানকারী জানতে চাইলেন স্বামীকে জানিয়ে এসেছেন কিনা। মাথা নিচু করে ফাতেমা বলল যে আসার আসল কারণটা সে স্বামীকে বলেনি। সেবাদানকারী বললেন যে স্বামীর অনুমতি ছাড়া পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করা ঠিক হবেনা। যেহেতু তার প্রথম বাচ্চাটি মেয়ে তাই সে আরেকটা বাচ্চা নিতে না চাইলে তার স্বামী আরেকটা বিয়ে করতে পারেন এমন কথাও বললেন। বললেন বাচ্চা যা নেয়ার তা বেশি বয়স হয়ে যাওয়ার আগেই নিয়ে নেয়া ভাল।

ফাতেমা তার অবস্থাটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল – মেয়েটার সবসময় অসুখ লেগে থাকে, এখনই আরেকটা বাচ্চা পেটে আসলে তাদের কারও জন্যই ভাল হবেনা। অবশেষে সেবাদানকারী বললেন যে তাকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি দেয়া যেতে পারে এবং সে তিন মাসের ইনজেকশন নিতে পারে। এছাড়া আর কোনো পদ্ধতির কথা তিনি বললেন না। ইনজেকশন পেতে আরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল। তারপর "ইনজেকশনের জন্য ফাতেমা আসেন" বলে এত জোরে ডাক দিল যে কারও জানতে আর বাকি থাকল না, এমনকি তার শ্বাশুড়ীর পরিচিত নারীটিও জেনে গেলেন। শেষ পর্যন্ত ফাতেমা ইনজেকশন নিতে পারল ঠিকই, কিন্তু একটা বিব্রতকর অভিজ্ঞতা আর মনের মধ্যে একটা ভয় নিয়ে তাকে ফিরতে হল।

দলগত কার্যক্রমের জন্য প্রশ্ন

- সেবাদানকারী কোন কাজটি *ঠিক করেছিলেন*?
- কোন কাজটি সেবাদানকারী *ঠিক করেননি*?

কেস-স্টাডি: অমলা

অমলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একজন পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারী। জয়া, বয়স ১৯ বছর, করিমের সাথে বিয়ে হয়েছে দেড় বছর। তাদের একটিই সন্তান – বয়স ৬ মাস। জয়া তার বাচ্চাকে শক্ত খাবার দেয়ার কথা ভাবছেন। জয়া জানেন যে বাচ্চাকে শক্ত খাবার দেয়া শুরু করলেই বুকের দুধ দেয়ার মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি আর কাজ করবে না। তিনি এখনই আরেকটা বাচ্চা নিতে চান না। কিন্তু পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে তার জ্ঞানও খুব একটা নেই বললেই চলে।

জয়া এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলেন। ৩ ঘণ্টা অপেক্ষার পর পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারী অমলার সাথে এবার জয়ার সাক্ষাতের পালা। গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে অমলা জয়াকে আস্তে করে ভেতরে ডাকলেন এবং ভেতরে ঢোকার পর দরজা বন্ধ করে দিলেন। অমলা জয়ার সামনে বসলেন এবং তার দিকে আন্তরিক দৃষ্টিতে তাকালেন। অমলা জয়াকে তার নিজের ও তার বাচ্চার স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। এরপর তিনি জানতে চাইলেন যে কী কারণে জয়া পরিবার পরিকল্পনা সেবাকক্ষে এসেছেন। জয়া বললেন যে তিনি জানেন যে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি তার ক্ষেত্রে আর কাজ করবেনা। কিন্তু আরেকটি বাচ্চা নেয়ার আগে তিনি আরও কিছুদিন বিরতি দিতে চান। জয়া শুনেছেন যে গর্ভধারণ এড়াতে নাকি কিছু ওষুধ সেবন করা যায়।

একথা শুনে মনে হলে অমলা রেগে গেলেন। বললেন: "জয়া, করিম কি জানেন যে আপনি এখানে?" জয়া বললেন যে বাচ্চাকে ডাক্তার দেখানোর কথা বলে তাকে বাড়ি থেকে বের হতে হয়েছে। অমলা বললেন যে জয়ার এখন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নেয়ার দরকার নেই কারণ বাচ্চার বয়স ৬ মাস হলেই আবারও গর্ভবতী হতে কোনো সমস্যা নেই, এটুকু বিরতিই যথেষ্ট। আর তারপরও যদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করতে চান, তাহলে করিমের অনুমতি লাগবে। করিমকে অমলা চেনেন আর জয়ার শ্বাশুড়িও যে এটা মানবেন না সেটাও অমলা জানেন।

দলগত কার্যক্রমের জন্য প্রশ্ন

- সেবাদানকারী অমলা কোন কাজটি *ঠিক করেছিলেন*?
- কোন কাজটি অমলা *ঠিক করেননি*?

হ্যান্ডআউট ৪(ক)

জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সেলিং-এর টিপস্

- সেবাগ্রহীতার বিশ্বস্ততা ও গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। এমন একটি কক্ষে কাউন্সেলিং সেবা দিতে হবে যেন বাইরে থেকে কেউ দেখতে বা শুনতে না পায়। সেবাগ্রহীতা কী সেবার জন্য এসেছেন তা যেন জনসমক্ষে প্রকাশ না পায় (যেমন: ওয়েটিং রুম থেকে সেবাগ্রহীতাকে ডাকার সময়)।

- সেবাগ্রহীতার সাথে একই লেভেল-এ বসতে হবে যেন উভয়ের চোখ একই উচ্চতায় থাকে।

- সেবাগ্রহীতাকে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানাতে হবে।

- সেবাগ্রহীতাকে তার নিজের বা তার সন্তানের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে উন্মুক্ত প্রশ্ন (এমন প্রশ্ন যার উত্তর শুধুমাত্র "হ্যাঁ" বা "না" দিয়ে দেয়া সম্ভব নয়) করতে হবে।

- খেয়াল রাখতে হবে যেন শুধু আপনি একাই কথা বলে না যান, সেবাগ্রহীতাও যেন তার কথাগুলো বলার সুযোগ পান।

- সেবাগ্রহীতা ও তার স্বামী বা সঙ্গীকে সম্মান করে কথা বলতে হবে। তাঁদের মধ্যকার সম্পর্কের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন তা জিজ্ঞাসা করুন (যেমন: বাড়িতে সিদ্ধান্তগুলো সচরাচর স্বামীই নেন কিনা, নাকি দু'জন একসঙ্গে মিলে নেন)।

- সন্তান নেয়া বা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করা নিয়ে স্বামী বা পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও জানতে হবে। স্বামী বা পরিবারের অনুমতি না থাকার কারণে যেন কোনও সেবাগ্রহীতা পরিবার পরিকল্পনা সেবা থেকে বঞ্চিত না হন, সে ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে।

- সঠিক সময়ে গর্ভধারণ ও গর্ভধারণের মধ্যে যথেষ্ট বিরতি দেয়ার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। এর ফলে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, অর্থনৈতিক সচ্ছলতাসহ অন্যান্য উপকারিতা সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাকে সচেতন করতে হবে।

- সেবাদানকারীর নিজের ব্যক্তিগত ধারণা, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাব সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে, কেননা এসবের প্রভাব সেবাগ্রহীতার ওপর পড়ে। ব্যক্তিগত মুল্যবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নির্ভুল ও সম্পূর্ণ তথ্য সহকারে কাউন্সেলিং দেয়া সম্ভব নাও হতে পারে। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

- সবসময় সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য দিতে হবে, কোনও অবস্থাতেই ভুল বা আংশিক তথ্য দেয়া যাবে না। যদি কোনও বিষয় জানা না থাকে, তাহলে বলতে হবে যে আপনি এ বিষয়ে জানেন না (এবং জেনে জানাবেন)।

- সহজ ও সাবলীল শব্দ ব্যবহার করে কথা বলতে হবে।

- সেবাগ্রহীতাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে হবে।

- সেবাগ্রহীতাকে বোঝানোর সময় লিফলেট বা ছবি ইত্যাদি (যদি আপনার কাছে থেকে থাকে) ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে তাঁকে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিতে হবে।

- সেবাগ্রহীতার কথা মন দিয়ে শুনুন এবং তার কথাগুলো সেবাগ্রহীতার ভাষায় তাঁকে আরেকবার বলুন। এতে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে তার কথা আপনি সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছেন।

- সেবাগ্রহীতার মতামত জানতে চেষ্টা করুন।

জেন্ডার সচেতন সেবা প্রদান [১৩]

ভূমিকা

এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য হল প্রশিক্ষণার্থীদের জেন্ডার সমন্বয়করণ ধারাবাহিকতা (কন্টিনিউয়াম) সম্পর্কে ধারণা দেয়া। এই ধারাবাহিকতা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণার্থীরা তাঁদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে কী কী কার্যক্রম হাতে নেয়া হচ্ছে এবং সেগুলো জেন্ডার সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে কী ধরণের প্রভাব ফেলছে তা বুঝতে পারবেন।

[১৩] The Population Council. "The Gender Integration Continuum Training Session User's Guide". 2017.

মডিউল ৫ এর হ্যান্ডআউট

হ্যান্ডআউট ৫(ক)

জেন্ডার সমন্বয়করণ ধারাবাহিকতা সম্পর্কে জানা [১৪]

জেন্ডার সমন্বয়করণ ধারাবাহিকতা বা কন্টিনিউয়াম

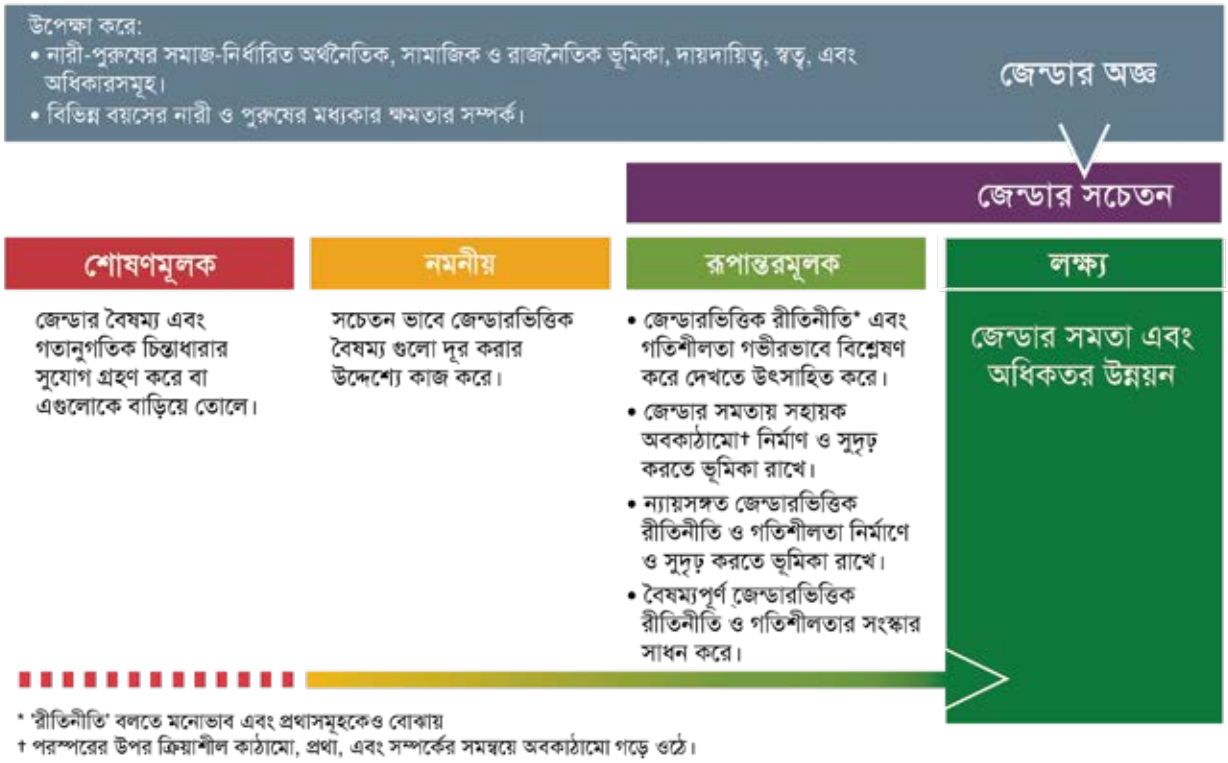

জেন্ডার সমন্বয়করণ ধারাবাহিকতা বা কন্টিনিউয়ামে বর্ণিত পদ্ধতিসমূহের সংজ্ঞা [১৫]

"জেন্ডার অজ্ঞ" এবং "জেন্ডার সচেতন" –"এই দুইটি বিষয় নির্ভর করছে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং-এর সময় জেন্ডারভিত্তিক রীতিনীতি, সম্পর্ক বা বৈষম্যগুলো কতটুকু বিচার বিশ্লেষণ বা বিবেচনা করা হচ্ছে তার ওপর।

জেন্ডার অজ্ঞ (Gender Blind)

জেন্ডার অজ্ঞ নীতিমালা বা কর্মসূচিগুলো নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা, দায়দায়িত্ব, স্বত্ব, অধিকার এবং বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরষের মধ্যকার ক্ষমতার সম্পর্ক ইত্যাদি বিচার বিবেচনা না করেই পরিকল্পনা করা হয়। এধরণের প্রকল্প বা সেবাসমূহে জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়।

[১৪] The Gender Integration Continuum Training Session User's Guide. 2017.
[১৫] The Gender Integration Continuum Training Session User's Guide. 2017.

জেন্ডার সচেতন (Gender Aware)

জেন্ডার সচেতন নীতিমালা ও কর্মসূচিতে নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা, দায়দায়িত্ব, স্বত্ব, অধিকার এবং বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরষের মধ্যকার ক্ষমতার সম্পর্ক – এসকল বিষয় বিবেচনা করা হয়।

জেন্ডার শোষণমূলক কার্যক্রম (Gender Exploitative Programming)

জেন্ডার শোষণমূলক নীতিমালা বা কর্মসূচিতে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের স্বার্থে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে জেন্ডার বৈষম্য এবং গতানুগতিক চিন্তাধারার সুযোগ গ্রহণ করা হয়। এতে বৈষম্যগুলো আরও বেড়ে যায় বা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। ক্ষতিকর এই পন্থায় স্বল্পমেয়াদে ফলাফল পাওয়া গেলেও দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

জেন্ডার নমনীয় কার্যক্রম (Gender Accommodating Programming)

এ সকল নীতিমালা এবং কর্মসূচিতে জেন্ডারভিত্তিক পার্থক্য এবং বৈষম্যগুলোকে স্বীকার করে নেয়া হলেও কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের স্বার্থে সেগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এমন পন্থায় স্বল্পমেয়াদে হয়তো কিছু সুবিধা পাওয়া যায় বা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়, কিন্তু এতে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস করা বা জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো নিরসন করা সম্ভব হয় না।

জেন্ডার রূপান্তরমূলক কার্যক্রম (Gender Transformative Programming)

জেন্ডার রূপান্তরমূলক নীতিমালা ও কর্মসূচিতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও সমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে জেন্ডারভিত্তিক সম্পর্কগুলো পরিবর্তন বা সংস্কার করার চেষ্টা করা হয়। জেন্ডার সমতা আনার জন্য এই পন্থাটি:

- জেন্ডারভিত্তিক ভূমিকা, রীতিনীতি এবং গতিশীলতা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে বলে
- যেসকল ইতিবাচক রীতিনীতি সমতা অর্জন এবং ক্ষমতায়নের পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে, সেগুলোকে চিহ্নিত ও জোরদার করে
- সব বয়সের নারী এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর আপেক্ষিক অবস্থার উন্নয়ন করে
- জেন্ডার বৈষম্যের মূলে থাকা সামাজিক কাঠামো, নীতিমালা এবং সমাজে গভীরভাবে গেঁথে থাকা প্রথা ও রীতিনীতির পরিবর্তন ও সংস্কারের চেষ্টা করে।

পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষের সম্পৃক্তকরণ

ভূমিকা

পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষদের সম্পৃক্ত করতে পারলে পরিবার পরিকল্পনা সেবা নেয়া এবং দীর্ঘ সময় ধরে এর ব্যবহার সহজ হয়। পুরুষের অংশগ্রহণ যথাযথভাবে নিশ্চিত করা গেলে তা দম্পতিদের মধ্যে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত করে। নিজে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারী হিসাবে বা একজন নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হিসাবে কিংবা পরিবর্তনে সহায়তাকারী ব্যক্তি হিসাবে – যেভাবেই হোক না কেন, পুরুষের গঠনমূলক অংশগ্রহণই পারে স্বাস্থ্য ও জেন্ডার পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে। গবেষণায় দেখা গেছে যে পরিবার পরিকল্পনা বা প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলোতে পুরুষের অংশগ্রহণের ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ হ্রাস পায়, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন হয় এবং এইচআইভি-সহ অন্যান্য যৌন সংক্রমণের প্রকোপ হ্রাস পায়।[১৬]

[১৬] E. Rottach, S. Schuler, and K. Hardee, *Gender perspectives improve reproductive health outcomes: new evidence* (Washington, DC: Population Reference Bureau, 2009).

মডিউল ৬ এর হ্যান্ডআউট

হ্যান্ডআউট ৬(ক)

পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষকে সম্পৃক্ত করার কিছু কৌশল [১৭]

সেবাদানকারীর সাহায্য নিয়ে বা সাহায্য ছাড়াই, যেসকল দম্পতি পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করেন, বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা করার সম্ভাবনা তাঁদের ক্ষেত্রেই বেশি থাকে।

দম্পতিদের মধ্যে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহ প্রদান

সেবাদানকারীর পক্ষে যা করা সম্ভব:

- পরিবার পরিকল্পনা এবং পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে পুরুষ ও নারী একে অপরের সাথে কীভাবে কথা বলতে পারে সে বিষয়ে সহযোগিতা করতে পারেন।
- প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে সহযোগিতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত করতে পারেন।
- সেবা, সিদ্ধান্ত বা কাউন্সেলিং – একসাথে নেয়ার জন্য স্বামী বা পুরুষ সঙ্গীকে নিয়ে আসতে নারী সেবাগ্রহীতাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।
- পুরুষেরা নিতে পারেন, এমন সেবাও যে রয়েছে সেই তথ্যটি যেন নারী সেবাগ্রহীতারা তাঁদের স্বামী বা পুরুষ সঙ্গীকে জানান, তা বলতে পারেন। সম্ভব হলে এ সংক্রান্ত লিফলেট বা তথ্যসংবলিত উপকরণ তাঁদের দিতে পারেন যেন বাড়ি গিয়ে তা স্বামীকে দেখাতে পারেন।

সঠিক ও যথাযথ তথ্য দিন

নিজ মতামত বা সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য পুরুষদের কাছে সঠিক তথ্যগুলো থাকতে হবে। সেই সাথে তাঁদের মনে কোনও ভুল ধারণা বা ভুল তথ্য থাকলে সঠিক তথ্যটি জানানোর মাধ্যমে সেটিও সংশোধন করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে যেসব তথ্য গুরুত্বপূর্ণ তা হল:

- নারী ও পুরুষের জন্য উপযুক্ত পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ এবং সেগুলো কতটুকু নিরাপদ বা কার্যকর
- পরবর্তী গর্ভধারণের জন্য সবচেয়ে ছোট সন্তানের বয়স দুই বছর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার উপকারিতা
- নারী ও পুরুষের প্রজনন তন্ত্রের গঠন ও কার্যপ্রক্রিয়া
- নিরাপদ গর্ভধারণ ও প্রসব

সেবা দিন অথবা রেফার করুন

বেশিরভাগ পুরুষের যেসব সেবা প্রয়োজন হয়:

- কনডম, ভ্যাসেকটমি এবং অন্যান্য পদ্ধতি সম্পর্কে কাউন্সেলিং
- যৌন সমস্যার ব্যাপারে কাউন্সেলিং
- বন্ধ্যাত্ব সম্পর্কিত কাউন্সেলিং
- অণ্ডকোষ, পুরুষাঙ্গ বা প্রস্টেট-এর ক্যান্সার নিরূপণের জন্য স্ক্রিনিং

মনে রাখতে হবে, পুরুষ বা কিশোরদেরও (বিবাহিত বা অবিবাহিত) যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চাহিদা রয়েছে। তাঁদেরও মানসম্মত সেবা দিতে হবে এবং শ্রদ্ধাশীল, সহযোগিতাপূর্ণ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ কাউন্সেলিং নিশ্চিত করতে হবে।

হ্যান্ডআউট ৬(খ)

[১৭] Adapted from: World Health Organization (WHO), *Family planning: A global handbook for providers* (2011 update). (Baltimore and Geneva: WHO Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health/Center for Communication Programs, 2011).

পুরুষদের সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জনীয় [১৮]

প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনে পুরুষ ও কিশোরদের সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়ায় সাম্প্রতিক তথ্যের ভিত্তিতে পাওয়া করনীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে বলা আছে যা অনুসরণ করলে কর্মসূচি, নীতিমালা, প্রচারণা এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে।

পুরুষ বা কিশোরদের কেন সম্পৃক্ত করবেন? কারণ তাদেরও নিজস্ব কিছু প্রজনন স্বাস্থ্যগত চাহিদা এবং ঝুঁকি রয়েছে। পুরুষের সম্পৃক্ততা বাড়লে নারী এবং কিশোরীসহ সবাই উপকৃত হবে। নারী ও পুরুষের সামাজিক অবস্থা, ক্ষমতা এবং সুযোগের বৈষম্যের কারণে পুরুষেরা অনেক রকম সুবিধা পেয়ে থাকে। আবার, বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে পুরুষেরা অধিকতর স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকে, যেমন – আত্মহত্যা বা মাদকাসক্তি। এক্ষেত্রে একটি ভারসাম্য আনার চেষ্টা করতে হবে যেন ভাল-মন্দ দুই দিকই সামাল দেয়া যায়। নিচের নির্দেশনাগুলোতে এই বিষয়টি নিয়ে কিছু ব্যবহারিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

করণীয়: পুরুষের বিশেষ চাহিদাগুলো বিবেচনা করুন এবং তা পূরণ করুন

- সেবাগ্রহীতা হিসাবে, সঙ্গী হিসাবে বা পরিবর্তনে সহায়তাকারী ব্যক্তি হিসাবে – কিশোর ও পুরুষদের এমনভাবে সম্পৃক্ত করুন যেন তাদের বিশেষ চাহিদাগুলো স্বীকৃতি পায় এবং সেগুলো পূরণ করা সম্ভব হয়।
- পুরুষরা সেবাকেন্দ্রে আসতে গিয়ে অনেক সময় দেরি করে ফেলেন (যেমন – এইচআইভি বা যৌন সংক্রমণের ক্ষেত্রে) যার কারণে তারা অনাকাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েন, এমনকি মৃত্যুর সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।
- পুরুষালী আচরণ সম্পর্কে সমাজের প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পুরুষদের অনেক বেশি সহিংস অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। একই কারণে বিষণ্নতা ও মাদকাসক্তির হারও পুরুষদের মধ্যে বেশি থাকে – এই বিষয়টিকে মনে রাখতে হবে। এই ধরণের অভিজ্ঞতার হাত থেকে পুরুষদের রক্ষা করতে সচেষ্ট হতে হবে। অনেক সময় এজন্য আইন বা নীতিমালা সংশোধনেরও প্রয়োজন হতে পারে।

বর্জনীয়: পুরুষদের সম্পৃক্ত করতে গিয়ে নারীর ক্ষতি করা নয়

- পুরুষদের সম্পৃক্ত করার কোনও উদ্যোগের কারণে নারীর নিরাপত্তা, সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বা সেবা গ্রহণের সুযোগ যেন সীমিত হয়ে না যায়, সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।
- জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা কোনও কারণে বেড়ে যাচ্ছে কিনা বা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা সে ব্যাপারে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখুন। সহিংসতার শিকার ব্যক্তিকে কখন, কোথায় ও কীভাবে রেফার করতে হবে তা ভাল করে জেনে রাখুন।
- নারী ও পুরুষের ভারসাম্যপূর্ণ সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে সেবাকেন্দ্রের সকলের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন। যারা কাজে নতুন যোগ দিয়েছেন, তাদেরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মসূচিগুলো নিয়মিতভাবে মনিটরিং করার মাধ্যমে নারীর স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

করণীয়: ক্ষতিকর জেন্ডার রীতিনীতি ও সম্পর্কগুলো পরিবর্তন করতে চেষ্টা করতে হবে

- প্রচলিত কিছু কিছু জেন্ডার রীতিনীতির ক্ষতিকর দিকগুলো বুঝতে হবে।
- কর্মসূচিগুলো যেন জেন্ডার রূপান্তরমূলক হয় অর্থাৎ এগুলো যেন ক্ষতিকর জেন্ডার রীতিনীতির পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়, তা লক্ষ্য রাখতে হবে। এতে প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জন সহজতর হয়। জেন্ডার রীতিনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা সম্ভব হলে প্রকল্পের ব্যয় সাশ্রয় করা যায় এবং প্রকল্প টেকসই হয়।
- সন্তান লালন পালনে পুরুষকে সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে জেন্ডার রীতিনীতি পরিবর্তনের সূচনা করা যায়।

বর্জনীয়: স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে পুরুষরা যেসব কাঠামোগত বাধার সম্মুখীন হয়, সেগুলোকে ছোট করে না দেখা

- প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা, স্বাচ্ছন্দ্য (যেমন – সান্ধ্যকালীন সেবা) এবং সাদর অভ্যর্থনাপূর্ণ পরিবেশ (যেমন – পুরুষ সেবাগ্রহীতাকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত কর্মীর উপস্থিতি) নিশ্চিত করুন। চাহিদা অনুযায়ী সেবা পাওয়া যাবে কিনা সেই তথ্য এবং সে অনুযায়ী সেবার ব্যবস্থা থাকা, অন্যান্য সেবাগ্রহীতার মত পুরুষ সেবাগ্রহীতার ক্ষেত্রেও প্রয়োজন।
- আগে থেকে এমন ধারণা পোষণ করা উচিৎ না যে স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রই হচ্ছে সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। পুরুষ সেবাগ্রহীতার কাছে সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য অনেক সময় কমিউনিটিভিত্তিক সেবাই হতে পারে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা।

---

[১৮] This handout is a replication of: J. Pulerwitz, A. Gottert, M. Betron, and D. Shattuck on behalf of the Male Engagement Task Force, USAID IGWG, Do's and don'ts for engaging men & boys (Washington, DC: IGWG, 2019).

- যেসকল কাঠামোগত বাধার কারণে পুরুষ সেবাগ্রহীতার কাছে সেবা পৌঁছে দেয়া দুরূহ হয়ে পড়ে, সেগুলো দূর করার জন্য নীতিমালা সংশোধনের সুপারিশ করা যেতে পারে।

করণীয়: তথ্য সংগ্রহে নারীর পাশাপাশি পুরুষ বা কিশোরদেরও সম্পৃক্ত করুন

- পুরুষকে সম্পৃক্ত করার কর্মসূচি বা নীতিমালা পরিকল্পনা করা বা তার ফলাফল মূল্যায়নের সময় নারী (বা কিশোরী) সেবাগ্রহীতার পাশাপাশি পুরুষ (বা কিশোর) ব্যক্তিটির সাথেও সরাসরি কথা বলুন।
- করণীয় বা বর্জনীয় সম্পর্কিত যেসব বিষয় উঠে এসেছে সেগুলো বুঝতে চেষ্টা করুন: উদাহরণস্বরূপ, মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয় বা চাহিদাগুলোর যে ক্রমাগত পরিবর্তন হয়, সেবাপ্রাপ্তির বাধাসমূহ এবং জেন্ডার রীতি পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদি।
- যেকোনও গবেষণা (বিশেষত পারিবারিক সহিংসতার মত স্পর্শকাতর বিষয়ে) অবশ্যই নৈতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে করতে হবে।
- সম্ভব হলে গবেষণার টুলস্ অথবা মানদন্ড ব্যবহার করে কাজ করতে হবে।

বর্জনীয়: সব পুরুষই খারাপ এমন বদ্ধমূল ধারণা পরিহার করুন

- নারীর প্রতি সহিংস আচরণ করে, এমন পুরুষকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা জরুরি, কিন্তু সব পুরুষ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করা উচিৎ না।
- জেন্ডার সমতাকে সমর্থন করেন বা ইতিবাচক পরিবর্তনে সচেষ্ট, এমন পুরুষদের মত প্রকাশের সুযোগ দিন।
- পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কিত যেসব সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি নিজের এবং নিজ স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেগুলো সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সম্পৃক্ত করুন। এগুলোকে এড়িয়ে চলতে পারলে কীভাবে সকলের উপকার হয় তাও বুঝতে সহায়তা করুন।

করণীয়: শিশু/কিশোরদেরও অন্তর্ভুক্ত করা

- জেন্ডার বিষয়ে সুস্থ ও ন্যায়সঙ্গত রীতিনীতির চর্চা শৈশব থেকেই শুরু করা দরকার। এতে জীবনের পরবর্তী সময়ে সুস্থ-স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত নেয়ার সক্ষমতা বাড়ে। নারী-পুরুষের প্রত্যাশিত ভূমিকা ও আচরণ সম্পর্কিত বার্তাগুলো যদি অল্প বয়স থেকেই দেয়া যায়, তাহলে তা আত্মস্থ করা সহজ হয়।
- ন্যায়সঙ্গত জেন্ডার রীতিনীতি অনুমোদন করেন, এমন আচরণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কিশোর ও তরুণদের জন্য অনুকরণীয় (রোল মডেল) হতে পারেন।
- ছেলে হোক বা মেয়ে, সহিংসতার হাত থেকে শিশুদের সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এধরণের অভিজ্ঞতার ফলে জীবনের পরবর্তী সময়ে তাদের ও তাদের সঙ্গীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এক্ষেত্রে এমন পদক্ষেপ নিতে হবে যা নিশ্চিতভাবে কার্যকর (কার্যকারিতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ রয়েছে)।

বর্জনীয়: সব পুরুষ বা সব কিশোরই যে একই রকম নয় তা ভুলে না যাওয়া

- মানুষে মানুষে ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য রয়েছে। তাই সব ধরণের জেন্ডার পরিচয়, যৌন দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স ও শ্রেণীর মানুষের কথা বিবেচনা করেই কর্মসূচি এবং কার্যক্রম পরিকল্পনা করা উচিৎ।
- পুরুষ বা কিশোরদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোকে লক্ষ্য করে পদক্ষেপগুলো নিতে হবে, যেমন – বয়ঃসন্ধি, শিক্ষা জীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ, বিয়ে, সন্তানের বাবা হওয়া ইত্যাদি। মানুষের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে মানুষের চাহিদা এবং সম্ভাবনায় বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে।

করণীয়: পুরুষদের ব্যক্তিগতভাবে, দলবদ্ধভাবে এবং নারীর সাথে সম্মিলিতভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে

- কেবলমাত্র পুরুষ সদস্য রয়েছে, এমন একটি দল তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যটি হল পুরুষরা যেন নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষতিকর জেন্ডার প্রথাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারেন কিংবা এগুলোর পরিবর্তন হলে কী উপকার হতে পারে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারেন। তাছাড়া এর অন্যান্য উদ্দেশ্য হতে পারে – বিভিন্ন স্পর্শকাতর বিষয় নিয়েও খোলামেলা আলোচনা করার সুযোগ তৈরি করে দেয়া, তাঁদের উদ্বেগ বা শঙ্কাগুলো নির্দ্বিধায় একে অপরকে বলতে পারার সুযোগ তৈরি করে দেয়া, সুস্থ যোগাযোগের একটি মাধ্যম তৈরি করা এবং পরামর্শ করার সুযোগ তৈরি করা।
- মনে রাখতে হবে, পুরুষদের সম্পৃক্ত করতে হলে পুরুষদের নারীর সংস্পর্শেও আসতে দিতে হবে, কারণ তা না হলে বৈষম্যপূর্ণ জেন্ডার রীতিগুলো আরও প্রকট রূপ ধারণ করতে পারে। তাই এসব বিষয় সম্পর্কে আলোচনায় যেন নারীর অংশগ্রহণেরও সুযোগ থাকে, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

- দম্পতি এবং পরিবারের মধ্যে নারী ও পুরুষের ইতিবাচক যোগাযোগ এবং সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত দক্ষতা বাড়াতে সবসময় সচেষ্ট থাকুন।

বর্জনীয়: কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের পরিসর বাড়ানো ও স্থায়িত্বের কথা ভুলে গেলে চলবে না

- উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বা কমিউনিটির প্রতিটি মানুষের কাছে যেন পৌঁছানো সম্ভব হয় এবং উদ্যোগগুলো যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়, তার উপায় খুঁজে বের করতে হবে।
- পুরুষকে সম্পৃক্ত করার কার্যকর কৌশলগুলো যেন বিভিন্ন নীতিমালা, প্রতিষ্ঠান এবং পদ্ধতির মধ্যে (যেমন – শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মক্ষেত্র ও সরকার) অন্তর্ভুক্ত করা যায়, সেই চেষ্টা করতে হবে।
- যখনই সম্ভব, বিদ্যমান তথ্য-প্রমাণভিত্তিক কৌশলগুলোর মধ্য থেকে একটিকে বেছে নিতে হবে।

দক্ষতা উন্নয়ন – জেন্ডার সংবেদনশীল কাউন্সেলিং

ভূমিকা

জেন্ডার রীতিনীতি ও জেন্ডার বৈষম্যের (জেন্ডারের ভিত্তিতে একেক ব্যক্তির সাথে একেক রকম আচরণের) কারণে পরিবার পরিকল্পনা সেবা ব্যাহত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ:

- কোনও ব্যক্তি তার স্ত্রীকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করতে দিতে চান না, কারণ তিনি মনে করেন যে বেশি বেশি ছেলে সন্তান না থাকলে বংশ রক্ষা হবেনা; বা
- কোনও নারী হয়তো মনে করেন যে ভ্যাসেকটমি করালে স্বামীর পুরুষত্ব আর থাকবেনা। তাই তিনি স্বামীকে ভ্যাসেকটমি করতে উৎসাহিত করেন না বা চান না।

আমাদের সমাজে যেসব জেন্ডার প্রথা, রীতিনীতি বা যেসব জেন্ডার বৈষম্য রয়েছে এর কোনোটিই চিরকাল একই রকম ছিল না বা থাকবে না। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এগুলো প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হয়। আর সেকারণে পরিবার পরিকল্পনা সেবা জেন্ডার সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন। জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার পরিকল্পনা সেবার মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবায় জেন্ডারের কারণে সৃষ্ট অন্তরায়গুলো দূর করা সম্ভব।

জেন্ডার সংবেদনশীল কাউন্সেলিং রোল-প্লে নিয়ে কিছু দৃশ্য

দৃশ্য ১ (পরিবার পরিকল্পনা)

ফ্লোরা ও আতিফ দম্পতির ২ বছর বয়সী একটি মেয়ে আছে। তারা ফ্লোরার আইইউডি খোলার জন্য পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে এসেছেন। ২ মাস আগে একজন মাঠকর্মী ফ্লোরার বাড়িতে এসে তাকে কাউন্সেলিং করে যান এবং এর পরপরই তিনি আইইউডি গ্রহণ করেন। ফ্লোরার বাড়িতে কাউন্সেলিং ভিজিটের সময় বা ফ্লোরা যখন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি হিসাবে আইইউডি বেছে নেন, তখন আতিফ কাজের প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে ছিলেন। অবশ্য, আইইউডি স্থাপনের আগে ফ্লোরা তার স্বামীকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন।

আতিফ এখন বলছেন যে আইইউডি তার পছন্দ নয় কারণ তিনি শুনেছেন যে সহবাসের সময় আইইউডি'র কারণে অস্বস্তি লাগতে পারে। তাই তিনি এখন আইইউডি খুলে ফেলতে ফ্লোরাকে চাপ দিচ্ছেন, যদিও আইইউডি নিয়ে ফ্লোরার নিজের কোনো অভিযোগ নেই।

- *ফ্লোরা ও আতিফের মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক বা যোগাযোগ স্থাপন করতে সেবাদানকারী কী করতে পারেন?*
- *সহযোগিতাপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত করতে সেবাদানকারী কীভাবে ফ্লোরা ও আতিফকে কাউন্সেলিং করতে পারেন?*
- *পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি হিসাবে আইইউডি'র ব্যবহার যে নিরাপদ, সেবাদানকারী কীভাবে সে বিষয়ে আতিফকে কাউন্সেলিং দিতে ও অবগত করতে পারেন?*
- *আইইউডি ব্যবহার অব্যাহত রাখার ব্যাপারে ফ্লোরার পছন্দকে/ইচ্ছাকে সেবাদানকারী কীভাবে সমর্থন দিতে পারেন?*

দৃশ্য ২ (কৈশোরে গর্ভধারণ)

এক কমবয়সী নবদম্পতি পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে কাউন্সেলিং নিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসেছেন। ১৭ বছর বয়সে মায়মুনা'র যার সাথে বিয়ে হয় তাকে সে বিয়ের আগে কখনই দেখেনি। মায়মুনা জানায় যে সে এখনই গর্ভধারণ করতে চায় না এবং প্রথমবার গর্ভধারণের আগে আরও কয়েক বছর বিরতি দিতে চায়। কিন্তু তার স্বামী রাফি চায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাচ্চা নিতে, কারণ তার বাবা-মা নাতি-নাতনির মুখ দেখতে চান। তাই সে মায়মুনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে এ নিয়ে জোরাজুরি করে যাচ্ছে।

- *নবদম্পতির মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক বা যোগাযোগ স্থাপন করতে সেবাদানকারী কী করতে পারেন?*

- *সহযোগিতাপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করতে সেবাদানকারী কীভাবে এই দম্পতিকে কাউন্সেলিং দিতে পারেন?*
- *সেবাদানকারী কীভাবে মেয়েটির দেরিতে গর্ভধারণের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন দিতে পারেন?*

দৃশ্য ৩ (প্রসব-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা ও গোপনীয়তা বজায় রেখে পদ্ধতি ব্যবহার করা)

রিয়াদ ও দিনা দম্পতির দু'টি সন্তান আছে। দিনা আর কোনো সন্তান নিতে চায় না। ছোটটির বয়স মাত্র ৫ মাস, কিন্তু দিনা এর মধ্যেই আবারও গর্ভবতী। দিনার কথা অনুযায়ী প্রসবের পর তার এখনও মাসিক শুরু হয়নি, কিন্তু তবুও সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। রিয়াদ দিনার থেকে ১০ বছরের বড় এবং সে কোনরকম পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করা পছন্দ করেনা। দিনা জানায় যে সে মাঝে মাঝেই তার স্বামীকে না জানিয়ে পিল খায়। এখন সে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসেছে দীর্ঘমেয়াদে বা স্থায়ীভাবে সুরক্ষা দিতে পারে, এমন কোনো পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নেয়ার জন্য।

- *ভবিষ্যতে গর্ভধারণ এড়াতে একটি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বেছে নিতে সেবাদানকারী কীভাবে দিনাকে কাউন্সেলিং করবেন?*
- *স্বামীকে না জানিয়ে গোপনে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে দিনার কোনো ঝুঁকি রয়েছে কিনা?*

মডিউল ৭ এর হ্যান্ডআউট

হ্যান্ডআউট ৭(ক)

কাউন্সেলিং পর্যবেক্ষণের চেকলিস্ট

আচরণ	হ্যাঁ	না	মন্তব্য
সেবাদানকারী গোপনীয়তা রক্ষার আশ্বাস দিয়েছিলেন কি?			
বন্ধুত্বপূর্ণ/অভ্যর্থনা/হাসিমুখ/শ্রদ্ধাশীল ছিলেন কি?			
অবজ্ঞা ও অযাচিত সমালোচনা পরিহার করেছিলেন কি?			
সেবাগ্রহীতার কথা মন দিয়ে শুনেছেন/ মাথা নেড়ে সায় দিয়েছেন এবং উত্তর দিতে উৎসাহিত করেছেন কি?			
প্রশ্নগুলো এমনভাবে করেছেন যেন শুধুমাত্র "হ্যাঁ" বা "না" বলার মাধ্যমে উত্তর দেয়া শেষ হয়ে না যায়?			
সেবাগ্রহীতার বুঝতে সুবিধা হয়, এমন সহজবোধ্য শব্দ এবং সাবলীল ভাষা ব্যবহার করেছেন কি?			
সেবাগ্রহীতাকে যেসব প্রশ্ন করেছিলেন সেগুলো যথাযথ/প্রাসঙ্গিক ছিল কি – যেমন, স্বামী/সঙ্গীর সাথে তাঁদের সম্পর্ক কেমন, সন্তান নেয়ার ব্যাপারে তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী বা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করার বিষয়টিকে কেমন দৃষ্টিতে দেখেন ইত্যাদি?			
সন্তান নেয়ার জন্য বাড়ি থেকে কোনও চাপ দেয়া হচ্ছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং চাপ মোকাবিলার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন কি?			
পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে দম্পতিদের মধ্যে ইতিবাচক যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন কি?			
ধৈর্য ও মনোযোগ দিয়ে সেবাগ্রহীতার কথা শুনেছিলেন কি?			
উৎসাহ এবং আশ্বাস দিয়েছিলেন কি? সব ধরণের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে জানিয়েছিলেন কি (অর্থাৎ কেবল একটি বা দুইটি পদ্ধতির কথা বলেই শেষ করে দেননি)? দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী পদ্ধতির কথা জানিয়েছিলেন তো?			
সেবাগ্রহীতার পছন্দ অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য তাঁকে ঠিকমতো প্রস্তুত হতে সাহায্য করেছিলেন কি (প্রয়োজনীয় আলোচনা বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানানো)?			
সেবাগ্রহীতার অভিব্যক্তিগুলোর ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন কি (অর্থাৎ তাঁকে উদ্বিগ্ন দেখালে আশ্বস্ত করা ইত্যাদি)?			
সেবাগ্রহীতাকে বিশেষ কোনও দিকে পরিচালিত করা থেকে বিরত ছিলেন তো (অর্থাৎ কী করতে হবে তা সেবাদানকারী নিজেই বলে দেননি তো)?			
পরিবার পরিকল্পনা বা স্থায়ীপদ্ধতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতার স্বামী, সঙ্গী বা পরিবারের সম্মতির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেননি তো?			
সেবাগ্রহীতার কোনও প্রশ্ন আছে কিনা তা জানতে চেয়েছিলেন তো?			
সেবাগ্রহীতার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছিলেন তো?			
সেবাগ্রহীতার সাথে যা আলোচনা হল তার সারমর্ম উল্লেখ করার মাধ্যমে বিষয়গুলো সেবাগ্রহীতা ঠিকভাবে বুঝতে পেরেছেন – সেটি নিশ্চিত করেছিলেন তো?			

এর বাইরেও যদি কোনও পর্যবেক্ষণ/মন্তব্য থেকে থাকে, তাহলে সেগুলোও তালিকাভুক্ত করুন।

দক্ষতা উন্নয়ন – জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে করণীয়

ভূমিকা

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার কারণে সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিশেষত নারী, কিশোরী এবং কন্যাশিশুরা। সমাজে নারীর অসম অবস্থানের কারণে তারা অনেক বেশি সহিংসতার ঝুঁকিতে থাকেন। অনেক সময় স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য তাঁদের মূলত পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারীর ওপর নির্ভর করতে হয়। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার কারণে সেবাগ্রহীতা নানা রকম সমস্যায় পড়তে পারেন এবং তার ফলে সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সহিংসতা হলে কী করা উচিৎ সে বিষয়ে সেবাদানকারী নিজেও যথেষ্ট প্রস্তুত থাকেননা। ভুক্তভোগী সেবাগ্রহীতার ক্ষেত্রে করণীয় কী সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে না পারলে পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারীর পক্ষে মানসম্পন্ন সেবা প্রদান করা সম্ভব নয়। এমনকি অনেক সময় সেবা দিতে গিয়ে সেবাগ্রহীতার ক্ষতি করারও সম্ভাবনা থাকে। প্রশিক্ষণার্থীরা এই মডিউলে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার ক্ষতি না করে কীভাবে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সেবা দেয়া সম্ভব, তা জানতে পারবেন।

জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার গোপনীয় তথ্য জানানো নিয়ে রোল-প্লে

দৃশ্য ১

সেবাদানকারীর জন্য তথ্য:
রুবিনা (বয়স ২২, ১টি সন্তান রয়েছে) পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকে এসে পরবর্তী গর্ভধারণে বিরতি দেয়ার জন্য সাহায্য চান। তার খুব ঘন ঘন মাথাব্যথা হয়। তিনি অনুরোধ জানান তাকে যেন এমন একটি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি দেয়া হয় যেটাতে তার মাথাব্যাথা হবেনা, মাথাব্যথা হলে তার ভীষণ কষ্ট হয়।

সেবাগ্রহীতার জন্য তথ্য:
সেবাগ্রহীতার নাম রুবিনা, বয়স ২২ বছর। বাড়িতে একটি ছোট শিশু সন্তান রয়েছে, পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকে এসেছেন পরবর্তী গর্ভধারণের আগে বিরতি নেয়ার জন্যে। রুবিনা বলেন যে তার ঘন ঘন মাথাব্যথা হয় এবং তিনি চান যে তাকে এমন একটি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি দেয়া হবে যেটাতে মাথাব্যথার সমস্যা হবেনা।

নির্ভয়ে বলার সুযোগ পেলে বা প্রশ্ন করা হলে সেবাগ্রহীতা বলবেন যে: ঘরের সব কাজকর্ম শেষ করতে না পারলে তার স্বামী অনেক সময় তাকে মারধর করেন, এমনকি মাথাব্যথা বা গর্ভাবস্থার সময়েও রেহাই পাওয়া যায় না। ভয় হয় যে আবার গর্ভবতী হলে মাথাব্যথা আবারও বেড়ে যাবে এবং সেই সাথে স্বামীর নির্যাতনও বাড়বে। পরিবার পরিকল্পনা বা দু'টি সন্তানের মাঝে বিরতি দেয়ার ব্যাপারে স্বামীর মনোভাব কেমন সেবাগ্রহীতা তা জানেন না।

দৃশ্য ২

সেবাদানকারীর জন্য তথ্য:
মিনা (বয়স ৩৬) স্থায়ীপদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্যে পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকে আসেন।

তিনি জানান যে বাড়িতে তার ৬টি সন্তান রয়েছে এবং ২টি সন্তান শিশু বয়সেই মারা যায়।

মিনার গালে কালশিটে/আঘাতের দাগ ছিল, তিনি খুব ক্ষীণ স্বরে কথা বলছিলেন এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কাউন্সেলিং-এর সময় স্বামীকে রাখতে চান কিনা জিজ্ঞাসা করা মাত্রই তিনি না করে দিলেন।

সেবাগ্রহীতার জন্য তথ্য:

মিনা, বয়স ৩৬ বছর। স্থায়ীপদ্ধতি করাতে এসেছেন, কারণ ইতিমধ্যে তিনি ৮ বার গর্ভবতী হয়েছেন এবং বাড়িতে এখন তার ৬টি সন্তান রয়েছে। সহবাস করতে না চাওয়ার জন্য বা বাড়িঘর যথেষ্ট পরিষ্কার না থাকার অজুহাতে তার স্বামী প্রায়শই তাকে মারধর করেন। মারধরে মিনার একটি দাঁতও পড়ে গেছে এবং একবার তো এত জোরে আঘাত করেছিল যে মিনা জ্ঞানই হারিয়ে ফেলেন।

মিনার পক্ষে আরও সন্তান নেয়া বা আরেকটি গর্ভাবস্থা পার করার মত অবস্থা নেই, কিন্তু স্থায়ীপদ্ধতির জন্যে ক্লিনিকে এসেছেন একথা তার স্বামী জানতে পারলে কী হবে সেকথা ভেবেও ভয় লাগছে।

মিনা সেবাদানকারীকে জানাতে চান না যে তার স্বামী তাকে মারধর করেন কারণ এটা ভীষণ লজ্জার ব্যাপার। আবার এই ভয়ও পাচ্ছেন যে যদি তার স্বামী জানতে পারে যে তিনি কাউকে এসব কথা বলেছেন তাহলে কী অবস্থা হতে পারে।

মডিউল ৮ এর হ্যান্ডআউট

হ্যান্ডআউট ৮(ক)

লাইভস (LIVES) পকেট কার্ড[১৯]

কার্ডটি কেটে অথবা কপি করে নিন এবং পকেটে রাখার জন্য ভাঁজ করে নিন

তাৎক্ষণিক ঝুঁকির লক্ষণ

- সহিংসতা মারাত্মক আকার ধারণ করা
- ধারালো বা অন্য কোনও অস্ত্র নিয়ে হুমকি দেয়া
- গলা চেপে ধরা
- গর্ভবতী অবস্থায় মারধর করা
- সবসময় প্রতিহিংসাপরায়ণ
- "আপনার কি মনে হয় সে আপনাকে মেরেও ফেলতে পারত?"

সহিংসতা বিষয়ে জিজ্ঞাস্য

আপনি বলতে পারেন:

"অনেকেরই তাদের স্বামী বা অন্তরঙ্গ সঙ্গীর সাথে সমস্যা হতে পারে, কিন্তু এটা গ্রহণযোগ্য নয়"।

আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন:

"আপনি কি আপনার স্বামীকে (বা সঙ্গীকে) ভয় পান?"

"তিনি বা বাড়ির অন্য কেউ কি আপনাকে আঘাত করার হুমকি দিয়েছে? যদি হ্যাঁ হয়, কবে?"

"সে কি আপনাকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে?"

"তিনি কি আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করেন বা আপনাকে অপমান বা হয়রানি করেন?"

"তিনি কি আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন- যেমন, আপনাকে টাকাপয়সা না দেয়া বা বাড়ির বাইরে যেতে না দেয়া?"

"আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার সাথে জোর করে সহবাস করেছেন?"

শুনুন

প্রয়োজন এবং শঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন

সত্যতা সমর্থন করুন

সুরক্ষা বৃদ্ধি করুন

সহযোগিতা করুন

- সহমর্মিতার সাথে মন দিয়ে শুনুন, তৎক্ষণাৎ কোনও উপসংহারে পৌঁছাবেন না।
- তার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং বাস্তব প্রয়োজন ও শঙ্কাগুলো সম্পর্কে ভেবে দেখুন এবং সে অনুযায়ী সাড়া দিন।
- আপনি যে তার কথা বিশ্বাস করেন এবং বুঝতে পারছেন তা তার কাছে স্পষ্ট করুন।
- ভবিষ্যতে সহিংসতার হাত থেকে বাঁচতে কী করতে পারেন তা নিয়ে আলোচনা করুন।
- প্রয়োজনীয় সেবা ও সামাজিক সহায়তা পেতে তিনি কোথায় যেতে পারেন তা জানিয়ে দিন।

[১৯] WHO, *Caring for Women Subjected to Violence: A WHO Curriculum for Training Health-care Providers* (2019).

হ্যান্ডআউট ৮(খ)

লাইভস যোগাযোগ দক্ষতা এবং উপায়

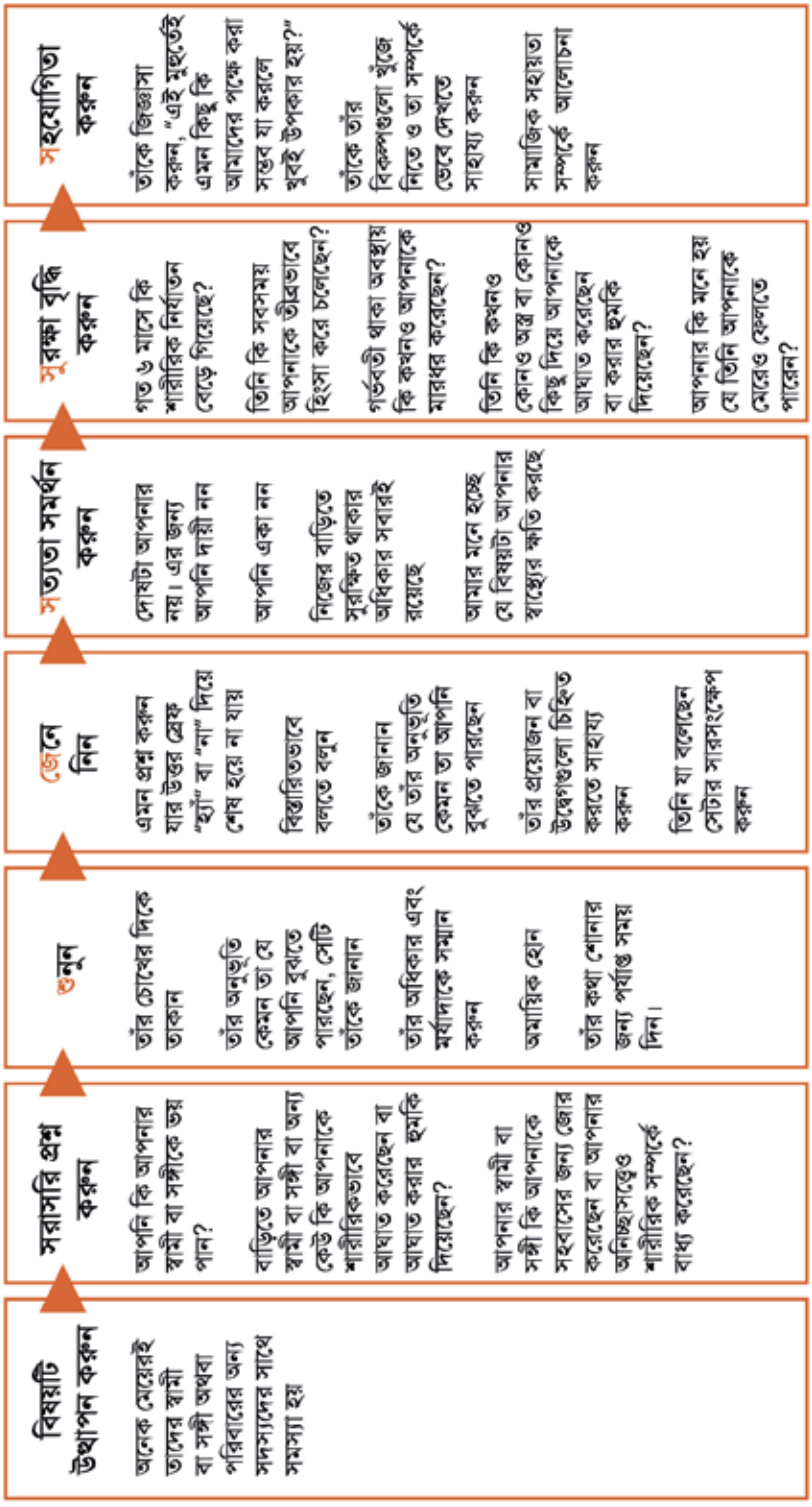

জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার পরিকল্পনা সেবার বাধা দূরীকরণ [২০]

ভূমিকা

একজন পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারীকে বিদ্যমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অনুযায়ী সেবা দিতে হয়। তাই যেকোনও বিষয়ে তার একার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া সবসময় সম্ভব হয় না। তার দৈনন্দিন কাজের ওপরও অনেক সময় তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে না। স্বাস্থ্যখাতে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নানা জটিলতার কারণে অনেক সময় কাজের গতি বা মান কমে যায় যা সেবাদানকারীর জন্য হতাশাজনক হতে পারে। তাছাড়া, অনেক সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার অত্যধিক চাপ থাকে। জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার পরিকল্পনা সেবা দিতে গিয়ে সেবাদানকারীগণ যেসব বাধা বা সমস্যার সম্মুখীন হন, এই মডিউলটিতে, তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। একই সাথে, এসকল বাধা অতিক্রম করতে সেবাদানকারী কী উপায় অবলম্বন করতে পারেন তা নিয়েও আলোচনা করা হবে।

[২০] Adapted from: EngenderHealth, "Comprehensive Counseling for Reproductive Health: An Integrated Curriculum" (2003); IntraHealth, "Better Practices in Gender Sensitivity: Gender Sensitivity Assessment" (2003); WHO, "Health Workers For Change: A Manual to Improve Quality of Care" (2018).

মডিউল ৯ এর হ্যান্ডআউট

হ্যান্ডআউট ৯(ক)

ব্যক্তিগত কর্মপরিকল্পনা: জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার পরিকল্পনা সেবার উন্নয়ন

জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের স্বার্থে নিম্নোক্ত বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আমি অবগত আছি:

- জেন্ডার সংবেদনশীল যোগাযোগে সহায়তা করা,
- নারী-পুরুষ, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা কিংবা স্বামী বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যের অনুমতি নির্বিশেষে সেবাগ্রহীতাকে তার নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে উৎসাহিত করা,
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারী হিসাবে কিংবা সহযোগী হিসাবে পুরুষ ও কিশোরদের সম্পৃক্ত করা,
- দম্পতিদের মধ্যে ইতিবাচক যোগাযোগ স্থাপনে এবং সহযোগিতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা,
- সহানুভূতিপূর্ণ কাউন্সেলিং ও যথাযথ রেফারালের মাধ্যমে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে সেবাগ্রহীতার গোপনীয়তা রক্ষা করা।

নাম:			
তাৎক্ষণিকভাবে নিতে পারেন, এমন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	কেন এই পরিবর্তন আনতে চান	যেসব সমস্যা হতে পারে	সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ
১.			
২.			
৩.			
নোট:			

হ্যান্ডআউট ১০

প্রশিক্ষণ সহায়ক উপস্থাপনা

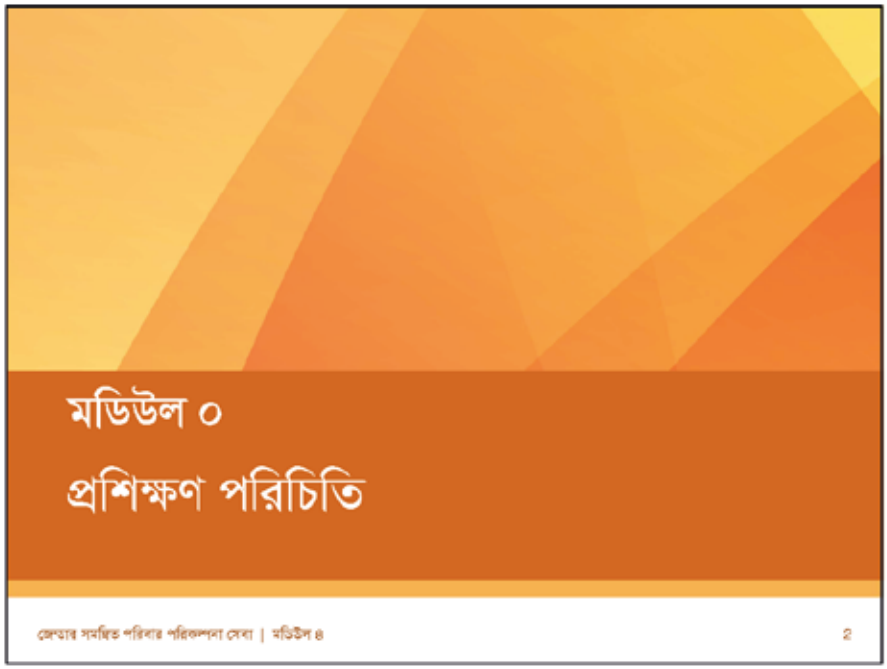

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

- জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের জন্য পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারীকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা
- সেবাদানকারী ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সেবার মান উন্নত করা।

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য

- পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সাথে সম্পর্কিত জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সেবাদানকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারীদের জেন্ডার সম্পর্কে যথাযথ ধারণা দেয়া যেন তারা এই ধারণা কাজে লাগিয়ে মানসম্মত সেবা দিতে পারেন।
- জেন্ডার দক্ষ **(gender competent)** সেবাদনকারীর প্রয়োজনীয় জেন্ডার সংবেদনশীল সেবা প্রদানের জন্য সেবাদানকারীর প্রয়োজনীয় দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষনার্থীগণের পরিচয় করিয়ে দেয়া

জড়তা দূর করা

- একই সংখ্যা/অক্ষর-সম্বলিত কার্ডধারী অপর ব্যক্তিকে খুঁজে বের করুন।
- পরস্পরের সাথে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে অপর ব্যক্তি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জেনে নিন:
  - নাম
  - কোথায় কর্মরত আছেন
  - কর্মশালা নিয়ে দু'টি প্রত্যাশা
  - "জেন্ডার" শব্দটি শুনলে প্রথমেই যে দু'টি শব্দ মনে আসে

প্রশ্নোত্তর

মডিউল ১
পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যে জেন্ডারের ভূমিকা

মডিউলের উদ্দেশ্য

মডিউল শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ :

- জেন্ডার ও জৈবিক লিঙ্গ* সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- জেন্ডার এবং জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়, যেমন: জেন্ডার প্রথা ও রীতিনীতি, জেন্ডার সমতা ও জেন্ডার ন্যায্যতার সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং বিষয়গুলো আরও ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন।
- কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের জেন্ডার সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।

* জেন্ডার বিশ্বকোষ

জেন্ডার সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা

- বায়োলজিক্যাল সেক্স বা জৈবিক লিঙ্গ (Biological Sex) – বলতে জৈবিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষকে নারী, পুরুষ অথবা ইন্টারসেক্স হিসাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করাকে বোঝায়। জন্মের সময় সুনির্দিষ্ট কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্য যেমন ক্রোমোজোম, হরমোন, দেহাভ্যন্তরের প্রজনন অঙ্গ এবং বাহ্যিক যৌনাঙ্গের ভিত্তিতে নবজাতকের জৈবিক লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয় (USAID IGWG)।

- জেন্ডার (Gender) – বলতে নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে, কিশোর-কিশোরী এবং অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ধারী ব্যক্তি (যেমন- ট্রান্সজেন্ডার) – প্রত্যেকের জন্য সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য কিছু ভূমিকা, রীতিনীতি এবং আচার আচরণ রয়েছে সেই বিষয়টি বোঝায়। এসব বিষয় আসলে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠে যা জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম এবং সংস্কৃতি ভেদে অনেকটাই ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন, সমাজে জেন্ডারভিত্তিক একটি সাধারণ রীতি হল বাড়ির বেশির ভাগ কাজের দায়িত্ব মেয়েদের বলে মনে করা হয়।

জৈবিক লিঙ্গ ও জেন্ডারের মধ্যে পার্থক্য

জৈবিক লিঙ্গ	জেন্ডার
• জৈবিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল	• এটি সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত
• জন্মের সময় প্রাকৃতিকভাবে নির্ধারিত	• সামাজিকভাবে অর্জিত
• পৃথিবীর সকল দেশে, সকল সমাজে, সকল সময়ে একই রকম	• দেশ, কাল, সমাজ, সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন হতে পারে
• সবসময় একই থাকে (বিশেষ ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল)	• এটি পরিবর্তনশীল

জেন্ডার ও জৈবিক লিঙ্গের পার্থক্য সম্পর্কে কারও কোনও প্রশ্ন আছে কি?

জেন্ডার সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা

- **জেন্ডারভিত্তিক প্রথা ও রীতিনীতি** – সমাজের দৃষ্টিতে কিছু আচরণ পুরুষসুলভ (পুরুষালি) এবং কিছু আচরণ নারীসুলভ (মেয়েলি) বলে মনে করা হয়। সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত জেন্ডার প্রথা বা রীতিনীতির কারণে ছেলে এবং মেয়েদের কাজের ভিন্নতা তৈরি হয়।
- **জেন্ডার ভূমিকা** – সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা ও রীতিনীতির কারণে যে সকল আচরণ, কাজ, বা দায়িত্ব নারী অথবা পুরুষদের জন্য যথাযথ বলে মনে করা হয়। জেন্ডার ভূমিকাগুলো সাধারণত শৈশবেই শেখানো হয়। আর্থসামাজিক কিংবা রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ভূমিকাগুলো পরবর্তীতে বদলাতে পারে।

জেন্ডার সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা

- **জেন্ডার স্টেরিওটাইপ বা জেন্ডার বিষয়ক গতানুগতিক ধারণা** – নারী বা পুরুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত এবং তারা কী কী করতে পারবে সে নিয়ে মানুষের ধারণাসমূহ (যেমন: মেয়েরা কাঁদতে পারবে, কিন্তু কান্না করা ছেলেদের মানায় না)।
- **জেন্ডার সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা** – স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে জেন্ডারের কারণে সৃষ্ট বাধাবিপত্তিকে বোঝায়।
  - নারী, পুরুষ ও অন্যান্য জেন্ডার পরিচয়ধারী ব্যক্তি সম্পর্কে প্রচলিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা ও রীতিনীতিগুলোই এসব বাধাবিপত্তির কারণ।

    উদাহরণস্বরূপ: পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে সীমিত। তারা অর্থনৈতিকভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকেন এবং স্বাধীনভাবে বাড়ির বাইরে যেতে পারেন না।
  - ফলে তুলনামূলকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি কম হচ্ছে।

পরিবার পরিকল্পনা/প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর জেন্ডার বৈষম্যের প্রভাব

স্বাস্থ্য সূচক	মাত্রা	সূত্র
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৬২%	বিডিএইচএস ২০১৭
কৈশোরে সন্তান জন্মদান	প্রতি ১,০০০ জনে ৮১ শিশুর জন্ম	ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ২০১৯
অপূর্ণ চাহিদা	১২%	বিডিএইচএস ২০১৭
বাল্যবিয়ে	৫০.২%	বিডিএইচএস ২০১৭
মাতৃমৃত্যু	প্রতি ১,০০,০০০ শিশুর জন্মে ১৭৬ জন	বিডিএইচএস ২০১৫
নারীর প্রতি সহিংসতা	৫৪.২% শারীরিক সহিংসতা/সঙ্গী কর্তৃক সহিংসতার শিকার	বিবিএস ২০১৬

জেন্ডার সমতা ও ন্যায্যতা

সমতা	ন্যায্যতা
• সমতা মানে সবকিছু সমান হওয়া	• ন্যায্যতা মানে সুবিচার
• সবাইকে সমানভাবে দেয়া	• সবার জন্য সমান সুযোগ থাকা
• শুরু থেকেই সবার অবস্থা এক হলে এটি সম্ভব	• সমতা অর্জন করতে হলে ন্যায্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন

জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য সবাইকে একই হতে হবে এমন নয়

সমতা বনাম ন্যায্যতা

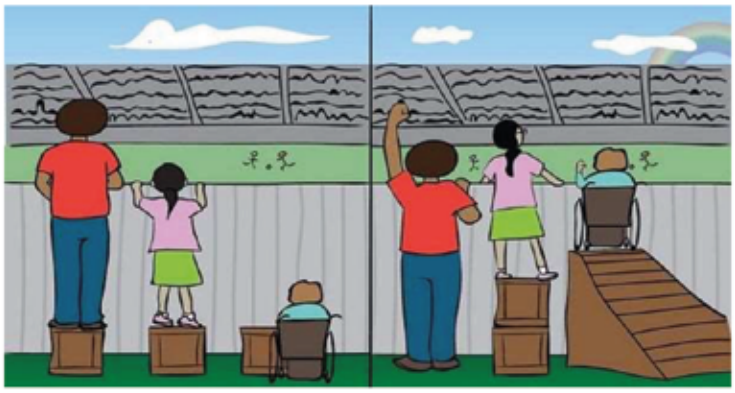

সমতা ন্যায্যতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে এবং কোনও প্রকার জেন্ডার বৈষম্য না করতে বলা হয়েছে:

- কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না। অনুচ্ছেদ ২৮(১)
- নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। অনুচ্ছেদ ২৮(৪)
- জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন। অনুচ্ছেদ ১৯ (৩)
- সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। অনুচ্ছেদ ২৭

বাংলাদেশে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে প্রণীত আইন ও নীতিমালাসমূহ

- যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮
- এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ এবং এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০
- মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২

মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণা

"সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।"

- মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র
  (Universal Declaration of Human Rights)
- নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি
- অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

সিডও কি?

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW)-কে নারীর মানবাধিকার সনদ হিসাবে গণ্য করা হয়।

CEDAW সনদ অনুযায়ী নারীর প্রতি বৈষম্য:

জৈবিক লিঙ্গের ভিত্তিতে করা যেকোনও বিভেদ, বর্জন, বা বিধিনিষেধ যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক অথবা অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে নারীর মানবাধিকার বা মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘন করে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)

এসডিজি ৫: জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়ন

- লক্ষ্য ৫.১: সর্বত্র সকল নারী ও কিশোরীর বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটানো
- লক্ষ্য ৫.২: পাচার, যৌন হয়রানি ও অন্যসব ধরণের শোষণ-বঞ্চনাসহ ঘরে-বাইরে সকল নারী ও কিশোরীর বিরুদ্ধে সকল ধরণের সহিংসতার অবসান
- লক্ষ্য ৫.৩: শিশুবিবাহ, বাল্যবিবাহ এবং জোরপূর্বক বিবাহের মতো সকল ধরণের ক্ষতিকর প্রথার অবসান
- লক্ষ্য ৫.৪: সরকারি সেবা, অবকাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক পরিচর্যাকাজ ও গৃহস্থালি কাজের মর্যাদা ও স্বীকৃতিদান এবং পারিবারিক পরিমন্ডলে জাতীয়ভাবে যুক্তিযুক্ত অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্বপালনকে উৎসাহিত করা
- লক্ষ্য ৫.৫: রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সিদ্ধান্তগ্রহণের সকল পর্যায়ে নেতৃত্ব দানের জন্য নারীদের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর অংশগ্রহণ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা

এসডিজি ৫: জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়ন

- **লক্ষ্য ৫.৬: জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন ও বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন এবং এসবের পর্যালোচনাধর্মী বিভিন্ন সম্মেলনের সিদ্ধান্তের আলোকে স্বীকৃত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকারের ক্ষেত্রে নারীদের সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা**

এই লক্ষ্যগুলো পূরণে ৩টি বাস্তবায়ন পদ্ধতি সুপারিশ করা হয়েছে –

- ৫.ক – বিদ্যমান জাতীয় আইনকানুনের আলোকে, অর্থনৈতিক সম্পদ এবং ভূমিসহ সকল প্রকার সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক সেবা, উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ সম্পাদন
- ৫.খ – নারীদের ক্ষমতায়নে সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ
- ৫.গ – সকল পর্যায়ে নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা আনয়নে যথাযথ নীতিমালা ও প্রয়োগযোগ্য আইনি বিধান প্রণয়ন ও শক্তিশালী করা

প্রশ্নোত্তর

ধন্যবাদ
USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে
সুখী জীবন
সবার জন্য পরিবার পরিকল্পনা
PATHFINDER

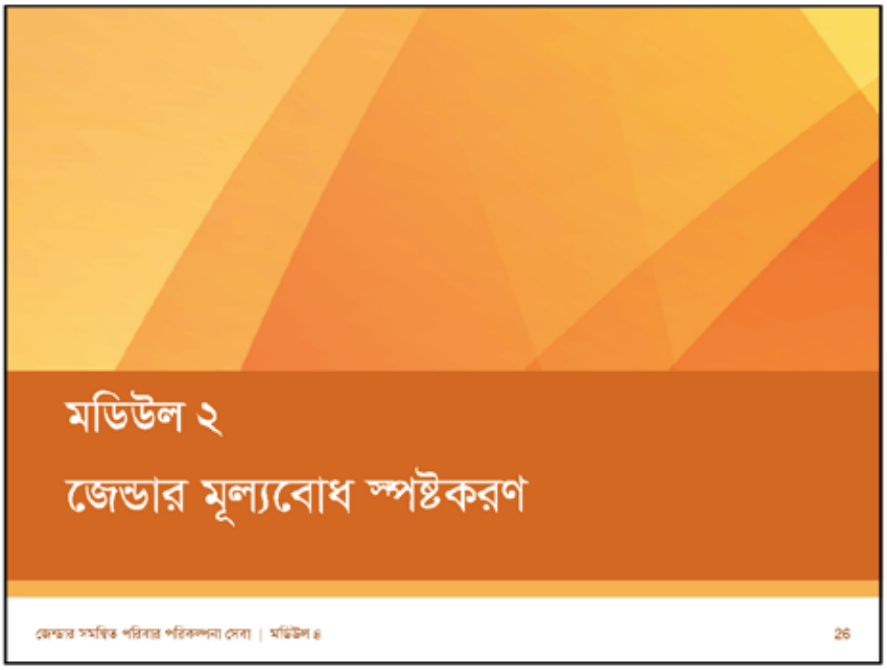
মডিউল ২
জেন্ডার মূল্যবোধ স্পষ্টকরণ
জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | মডিউল ৪
26

মডিউলের উদ্দেশ্য

মডিউল শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ :

- জেন্ডার নিয়ে তাদের নিজ নিজ ধারণা বা অভিজ্ঞতাগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।
- জেন্ডার সম্পর্কে ব্যক্তিগত ধারণা বা অভিজ্ঞতার কারণে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান কীভাবে প্রভাবিত হতে পারে তা চিহ্নিত করতে পারবেন।

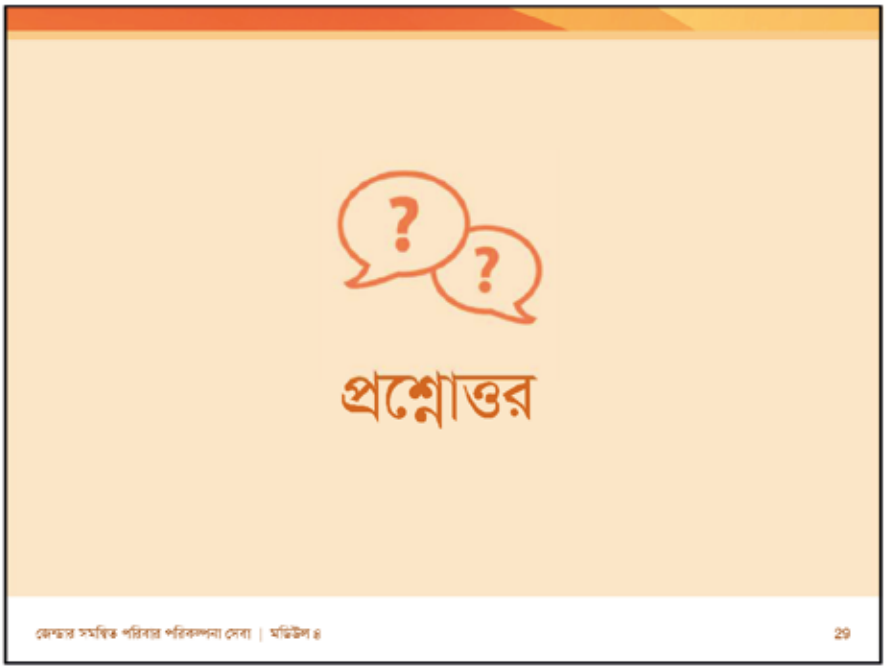

প্রশ্নোত্তর
জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | মডিউল ৪
29

ধন্যবাদ
USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে
সুখী জীবন
সবার জন্য পরিবার পরিকল্পনা
PATHFINDER

মডিউল ৩

জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা

মডিউলের উদ্দেশ্য

মডিউল শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ:

- জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা বলতে কী বোঝায় তা বুঝতে পারবেন।
- জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতাকে ঘিরে প্রচলিত ভুল ধারণা ও বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন এবং জেন্ডার প্রথা ও রীতিনীতির কারণে পুরুষের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কেও ধারণা লাভ করবেন।
- কীভাবে জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা এড়ানো যায় এবং নিজের জীবনে প্রতিফলন ঘটানো যায়, তা বলতে পারবেন।

জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা

জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা বলতে কোনো ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত এমন যেকোনো আচরণকে বোঝায় যা জেন্ডার প্রথা বা ক্ষমতার বৈষম্যজনিত কারণে ঘটে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে:

- বলপ্রয়োগ বা নির্যাতনের হুমকি
- শারীরিক বা যৌন নির্যাতন
- মানসিক বা আবেগজনিত আঘাত
- ভরণপোষণে অস্বীকৃতি জানানো
- যেকোনও সেবাগ্রহণে বাধা প্রদান
- ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ
- নারী-পুরুষ, ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে ক্ষতির কারণ হতে পারে

জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী

নারীর প্রতি সহিংসতা

নারীর প্রতি সহিংসতা বলতে এমন যেকোনো আচরণকে বোঝায় যা জেন্ডার প্রথা বা ক্ষমতার বৈষম্যজনিত কারণে ঘটে থাকে এবং যার ফলে নারী ঘরে-বাইরে হুমকি, বলপ্রয়োগ বা ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণসহ অন্যান্য শারীরিক, মানসিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হন বা হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। এর মধ্যে রয়েছে:

- স্বামী বা অন্তরঙ্গ সঙ্গী দ্বারা নির্যাতন
- যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ
- প্রজনন স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বা বাধাপ্রদান
- জোরপূর্বক বিবাহ
- মানব পাচার
- ভরণপোষণ, শিক্ষার সুযোগ কিংবা আইনগত সহায়তা থেকে বঞ্চিত করা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী

স্বামী বা অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্বারা সহিংসতা

স্বামী বা অন্তরঙ্গ সঙ্গী দ্বারা নির্যাতন বলতে "অন্তরঙ্গ সম্পর্কের মধ্যে (বিবাহিত বা অবিবাহিত) সংঘটিত এমন যেকোনো আচরণ যার কারণে অপর সঙ্গী শারীরিক, যৌন বা মানসিকভাবে আঘাত পেতে পারেন"। উদাহরণস্বরূপ:

- শারীরিক নির্যাতন, যেমন: মারধর করা, বা অন্য কোনোভাবে শারীরিক আঘাত করা
- যৌন নির্যাতন (জোরপূর্বক সহবাসে বাধ্য করা)
- মানসিক নির্যাতন, যেমন: অপমান করা, ভয়ভীতি দেখানো (যেমন: জিনিসপত্র ভাঙচুর করা), আঘাতের হুমকি দেয়া, বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দেয়া ইত্যাদি
- নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা, যেমন: আত্মীয়-স্বজন/বন্ধু-বান্ধবের সাথে যোগাযোগ করতে না দেয়া, সবসময় গতিবিধির ওপর নজরদারী, টাকাপয়সা না দেয়া, চাকরি, শিক্ষা, বা চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী

জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার বিভিন্ন রূপ

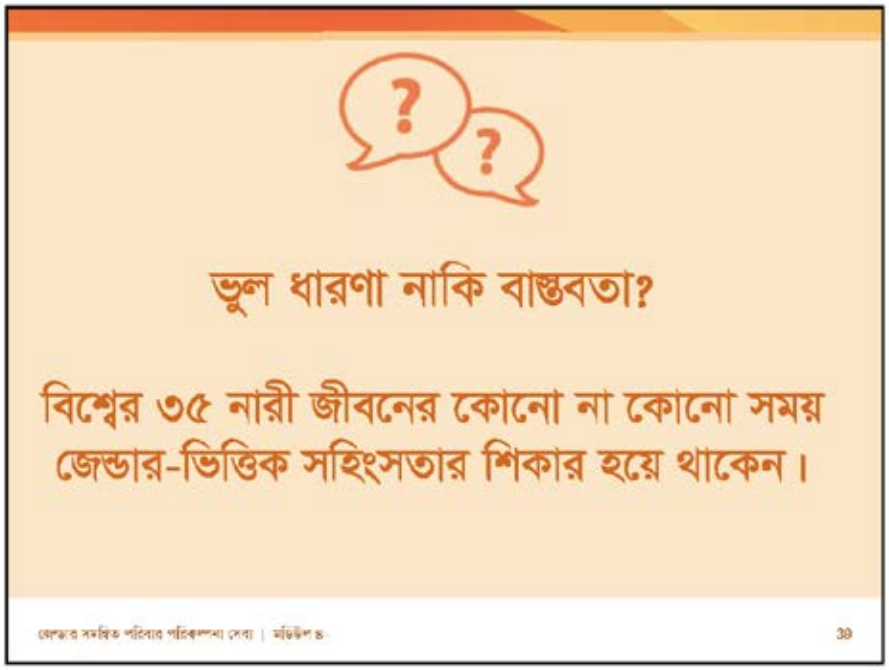
?
?
ভুল ধারণা নাকি বাস্তবতা?
বিশ্বের ৩৫ নারী জীবনের কোনো না কোনো সময় জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার শিকার হয়ে থাকেন।
জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | মডিউল ৪
39

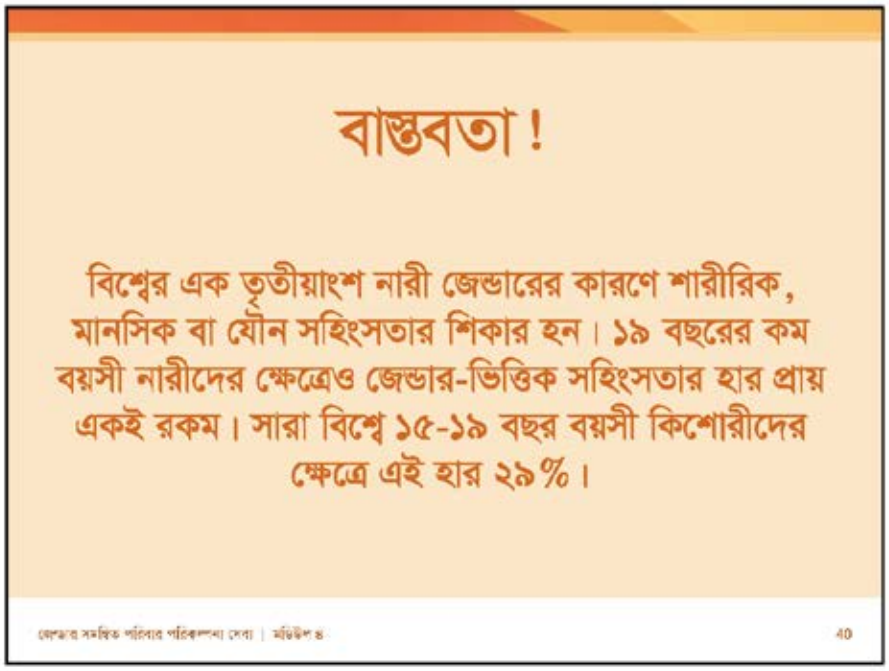
বাস্তবতা!
বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ নারী জেন্ডারের কারণে শারীরিক, মানসিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হন। ১৯ বছরের কম বয়সী নারীদের ক্ষেত্রেও জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার হার প্রায় একই রকম। সারা বিশ্বে ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের ক্ষেত্রে এই হার ২৯%।
জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | মডিউল ৪
40

ভুল ধারণা নাকি বাস্তবতা?

বাংলাদেশে জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা নেই।

ভুল ধারণা!

বাংলাদেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৭২.৬%) নারীর জীবনে অন্তত একবারের জন্য হলেও কোনো না কোনো ধরণের সহিংসতার অভিজ্ঞতা হয়েছে। অর্ধেকেরও বেশি (৫৪.৭%) নারী বিগত ১২ মাসের মধ্যেই সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

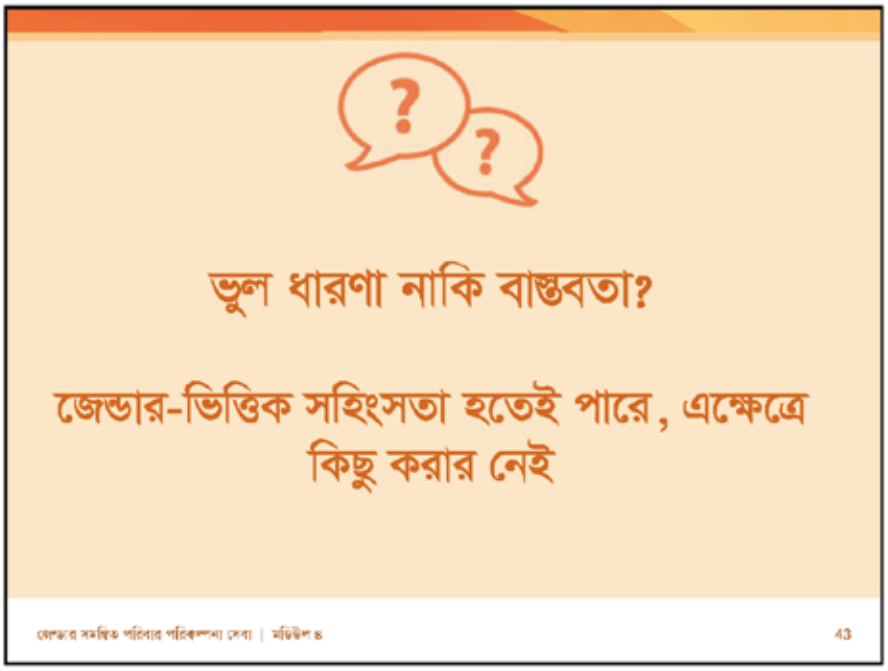
?
?
ভুল ধারণা নাকি বাস্তবতা?
জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা হতেই পারে, এক্ষেত্রে কিছু করার নেই
জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | মডিউল ৪
43

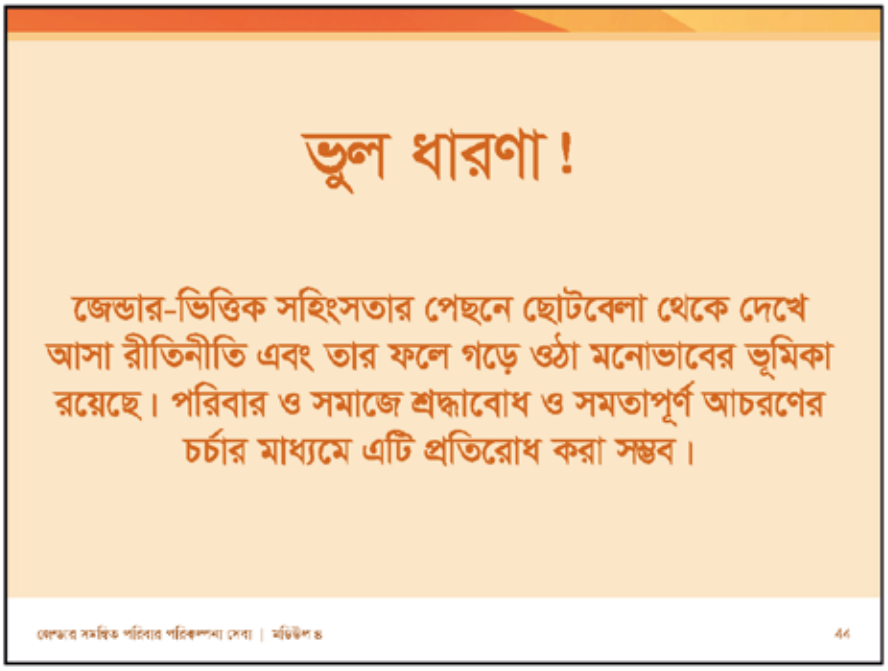
ভুল ধারণা!
জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার পেছনে ছোটবেলা থেকে দেখে আসা রীতিনীতি এবং তার ফলে গড়ে ওঠা মনোভাবের ভূমিকা রয়েছে। পরিবার ও সমাজে শ্রদ্ধাবোধ ও সমতাপূর্ণ আচরণের চর্চার মাধ্যমে এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব।
জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | মডিউল ৪
44

ভুল ধারণা নাকি বাস্তবতা?

জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা বিবাহিত সম্পর্কের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ভুল ধারণা!

বিবাহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য বা ঝগড়া-বিবাদ হতেই পারে। কিন্তু সহিংসতা কখনোই তার সমাধানের উপায় হতে পারেনা। সহিংসতা পরিহার করেও মতভেদ বা বিবাদ নিষ্পত্তি করা সম্ভব।

ভুল ধারণা নাকি বাস্তবতা?

পারিবারিক সহিংসতা কেবলই একটি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয় নয়।

বাস্তবতা !

জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা মানবাধিকারের লঙ্ঘন এবং একটি গুরুতর অপরাধ। সমাজ থেকে জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা দূর করতে আমাদের সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারী এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন।

প্রশ্নোত্তর
জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | মডিউল ৪
49

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধন্যবাদ
USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে
সুখী জীবন
সবার জন্য পরিবার পরিকল্পনা
PATHFINDER

মডিউল ৪

প্রজনন স্বাধিকার – কমবয়সী বিবাহিত নারী ও তার স্বামী

মডিউলের উদ্দেশ্য

মডিউল শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ :

- প্রজনন স্বাধিকার সম্পর্কিত মৌলিক ধারণাগুলো বলতে পারবেন।
- প্রজনন স্বাধিকার চর্চার ক্ষেত্রে কমবয়সী বিবাহিত নারী ও তাদের স্বামীদের প্রয়োজন ও সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অধিকারভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা

অধিকারভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা বলতে সেই পন্থাকে বোঝায় যার লক্ষ্য হল –

- সন্তান নিবেন কিনা বা নিলেও কবে কয়টি সন্তান নিবেন সেই সিদ্ধান্ত নেয়া
- মানসম্মত প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা
- সকল প্রকার বৈষম্য, চাপ বা সহিংসতা এড়িয়ে সেবা নিতে পারার অধিকার প্রত্যেকের জন্য নিশ্চিত করা *

*FP2020's Rights & Empowerment Working Group. *Family Planning 2020: Rights and Empowerment Principals for Family Planning*

53

স্বাধিকার সম্পর্কে ধারণা

- **স্বাধিকার**

  স্বাধিকার বলতে মূলত ব্যক্তির লক্ষ্য নির্ধারণ, লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করা এবং জীবনের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা বা ক্ষমতার বোধকে বোঝায়।

- **প্রজনন স্বাধিকার**

  প্রজনন স্বাধিকার বলতে ব্যক্তির নিজস্ব প্রজনন পরিকল্পনা নির্ধারণ এবং সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের মাধ্যমে লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হতে পারার ক্ষমতাকে বোঝায়। এর মধ্যে রয়েছে –

  - সন্তান নেয়া বা না নেয়ার ইচ্ছা, কিংবা কবে এবং কয়টি সন্তান নিতে ইচ্ছুক সেই প্রজনন লক্ষ্য নির্ধারণ করা
  - প্রজনন লক্ষ্য অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারা

কোন ধরণের জেন্ডারভিত্তিক বা সামাজিক রীতিনীতির কারণে প্রজনন স্বাধিকার খর্ব হতে পারে?

যেসকল জেন্ডার-ভিত্তিক বা সামাজিক রীতিনীতির কারণে প্রজনন স্বাধিকার খর্ব হতে পারে

- বিয়ের পরপরই সন্তান জন্ম দেয়ার সক্ষমতার প্রমাণ দিতে কমবয়সী বিবাহিত নারী বা তার স্বামীর ওপর চাপ
- যেসব কমবয়সী বিবাহিত নারী বা যেসব দম্পতিদের এখনও সন্তান হয়নি, তাদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বিষয়ে কাউন্সেলিং দেয়ার প্রয়োজন নেই – এমন বদ্ধমূল ধারণা
- ছেলে সন্তানের আশা করা
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নিতে হলে নারীর স্বামী বা শ্বাশুড়ীর অনুমতি থাকা প্রয়োজন – এমন মনে করা
- কমবয়সী নারীর দীর্ঘমেয়াদী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিৎ নয় – এমন ধারণা
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সহ যেকোনো ধরণের স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনে নারীকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হলে আগে স্বামী/শ্বাশুড়ীর অনুমতি নিতে হবে
- নারীকে অনেক সময় অর্থনৈতিকভাবে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল হতে হয়, যেমন: যাতায়াত বা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি পণ্যের খরচ মেটাতে

যেসকল জেন্ডার-ভিত্তিক বা সামাজিক রীতিনীতির কারণে প্রজনন স্বাধিকার খর্ব হতে পারে

- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করার দায়িত্ব শুধুমাত্র নারীর বা কিশোরীর – এমন ধারণা
- প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে মেয়েদের জানার আগ্রহকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা
- বিয়ের পর নারীর ওপর স্বামীর একচেটিয়া অধিকার বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা
- বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে জোরপূর্বক সহবাসে বাধ্য করাকে সামাজিকভাবে নারীর প্রতি সহিংসতা বলে গণ্য না করা
- এ বিষয়ে সেবাদানকারীরও বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা
- সিদ্ধান্তের বিষয়টি কমবয়সী নারীর ওপর কখনোই ছেড়ে দেয়া উচিৎ নয় বলে মনে করা
- সেবাদানকারীই জানেন "কোনটি সবথেকে ভাল" – এমন বিশ্বাস
- যে নারী স্বামীকে তুষ্ট রাখতে পারে আদর-যত্ন শুধুমাত্র তারই প্রাপ্য – এমন রীতি বা প্রথা
- নববধূর বাড়ির বাইরে যাওয়া ঠিক নয় এমন প্রথা বা বিশ্বাস করা

প্রজনন ক্ষমতায়ন*

এটি একটি রূপান্তরমূলক পদ্ধতি যার ফলে একজন ব্যক্তির ক্ষমতার সম্প্রসারণ ঘটে, যেখানে:

- তারা প্রজনন সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন
- যৌনতা, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং সন্তান ধারণ সম্পর্কিত ব্যাপারে ঘরে-বাইরে অর্থবহভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন
- সহিংসতা বা প্রতিহিংসা এড়িয়ে নির্ভয়ে প্রজনন বিষয়ে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ও পছন্দমাফিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারেন

* Edmeades, J., Hinson, L., Sebany, M., & Murithi, L. (2018). A Conceptual Framework for Reproductive Empowerment: Empowering Individuals and Couples to Improve their Health (Brief). Washington, DC: International Center for Research on Women

কমবয়সী বিবাহিত নারীদের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার পরিকল্পনা সেবার ব্যবস্থা থাকা কেন প্রয়োজন?

- কিছু বিষয়ে কমবয়সী নারীর ক্ষমতা বা প্রজনন স্বাধীনতা প্রায় থাকেনা বললেই চলে, যেমন:
  - স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার বিষয়ে আলোচনা করা
  - সন্তান নেবেন কিনা বা নিলেও কবে নেবেন সেই সিদ্ধান্ত নেয়া
  - পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করবেন কিনা বা করলেও কখন ব্যবহার করবেন সেই সিদ্ধান্ত নেয়া
- বিয়ের পরপরই সন্তান নেয়ার ব্যাপারে কমবয়সী বিবাহিত নারীরা আত্মীয়-পরিজন, পরিবার বা স্বামীর কাছ থেকে চাপ অনুভব করেন, বিশেষত ছেলে সন্তানের জন্য।
- স্কুল বা কমিউনিটিভিত্তিক তরুণ সম্প্রদায়ের অংশ না হওয়ার কারণে কিশোর বা যুবসমাজকে লক্ষ্য করে পরিচালিত অন্যান্য কর্মসূচিগুলো থেকে কমবয়সী বিবাহিত নারী ও তাদের স্বামীরা অনেক সময় বাদ পড়ে যান।

কমবয়সী বিবাহিত নারীদের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার পরিকল্পনা সেবার ব্যবস্থা থাকা কেন প্রয়োজন?

- কমবয়সী বিবাহিত নারী বা তাদের স্বামী সবেমাত্র তাদের যৌথ সম্পর্ক বা যৌনজীবনে অভ্যস্ত হতে শুরু করেছেন। জীবনের পুরো সময়ের জন্য সুস্থ প্রজনন আচরণ গড়ে তোলার জন্য তাই এটিই সঠিক সময়। একইভাবে, এখন থেকেই তাদের উচিৎ পরস্পরের সাথে ইতিবাচক যোগাযোগ এবং একসাথে সিদ্ধান্ত নেয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।
- দম্পতিদের নিজেদের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপন এবং একসাথে সিদ্ধান্ত নিতে পারলে
  - পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পায়,
  - অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ রোধ করা যায়,
  - পরিবার ছোট থাকে,
  - মাতৃমৃত্যু হার কমে এবং
  - শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারী আরও বেশি অবদান রাখার সুযোগ পান।

জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সেলিং

- সেবাগ্রহীতার বিশ্বস্ততা ও গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।
  - কাউন্সেলিং এমন একটি কক্ষে করতে হবে যেন বাইরে থেকে কেউ দেখতে বা শুনতে না পায়।
  - সেবাগ্রহীতা কী সেবার জন্য এসেছেন তা যেন সবাই জেনে না যায় (যেমন: ওয়েটিং রুম থেকে সেবাগ্রহীতাকে ডাকার সময়)।
- সেবাগ্রহীতার সাথে একই লেভেল-এ বসতে হবে যেন উভয়ের চোখ একই উচ্চতায় থাকে।
- সেবাগ্রহীতাকে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানাতে হবে।
- সেবাগ্রহীতাকে উন্মুক্ত প্রশ্ন (এমন প্রশ্ন যার উত্তর "হ্যাঁ" বা "না" দিয়ে দেয়া সম্ভব নয়) করতে হবে।
- শুধু আপনি একা কথা না বলে গ্রহীতার কথাও শুনতে হবে।

জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সেলিং

- সন্তান নেয়া বা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার নিয়ে স্বামী বা পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে হবে।
- স্বামী বা পরিবারের অনুমতি না থাকার কারণে যেন কোনো সেবাগ্রহীতা পরিবার পরিকল্পনা সেবা থেকে বঞ্চিত না হন সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।
- সঠিক সময়ে গর্ভধারণ ও গর্ভধারণের মধ্যে বিরতি দেয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।
- নিজের ব্যক্তিগত ধারণা, বিশ্বাস, প্রবণতা এবং মনোভাব যেন আলোচনায় কোন প্রভাব না ফেলে সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।
- সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য দিতে হবে, ভুল বা আংশিক তথ্য দেয়া যাবে না।
- যদি কোনো বিষয় আপনার জানা না থাকে, তাহলে বলতে হবে যে আপনি এ ব্যাপারে জানেন না (এবং জেনে জানাবেন)।

জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সেলিং

- সহজ ও সাবলীল শব্দ ব্যবহার করে কথা বলতে হবে।
- সেবাগ্রহীতাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে হবে।
- সেবাগ্রহীতাকে বোঝানোর সময় লিফলেট বা ছবি ইত্যাদি (যদি আপনার কাছে থেকে থাকে) ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে তাকে হাতে-কলমে করে দেখিয়ে দিন।
- সেবাগ্রহীতার কথা মন দিয়ে শুনুন এবং তার কথাগুলো আপনি তাকে আরেকবার বলুন। এতে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে তার কথা আপনি সঠিকভাবে ধরতে পেরেছেন।
- সেবাগ্রহীতার মতামত নিতে হবে।

প্রশ্নোত্তর

জেন্ডার সমন্বিত
পরিবার পরিকল্পনা সেবা
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

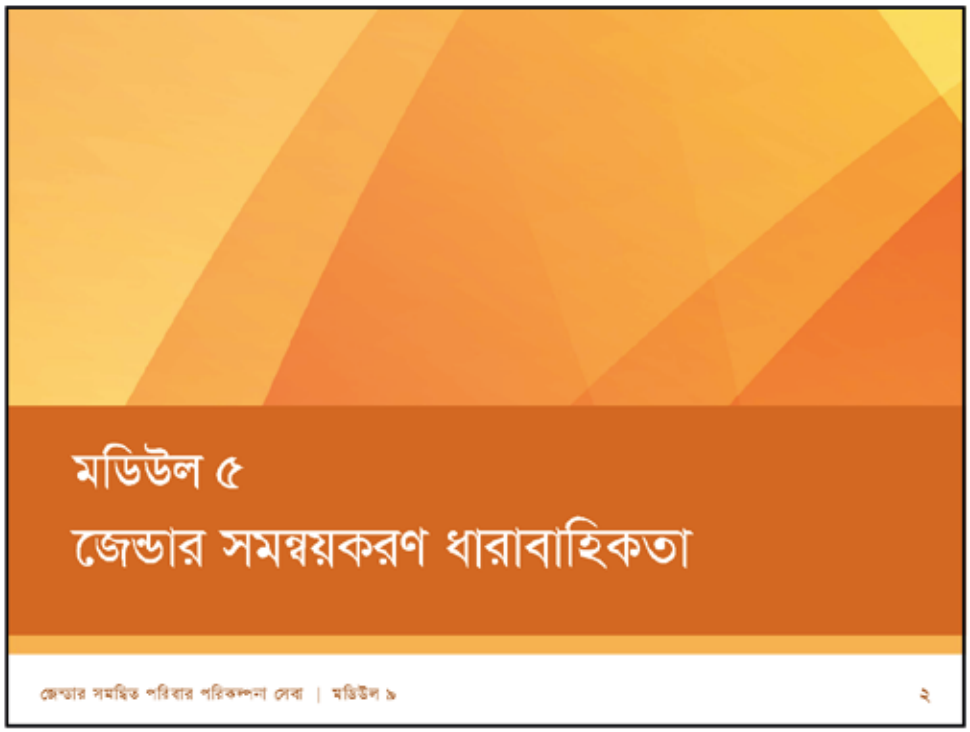
মডিউল ৫
জেন্ডার সমন্বয়করণ ধারাবাহিকতা
জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | মডিউল ৯
২

মডিউলের উদ্দেশ্য

মডিউল শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ:

- **জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবায় জেন্ডার ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।**
- **কর্মসূচি এবং সেবাসমূহে জেন্ডার সমন্বয়করণের ৪টি উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।**

জেন্ডার সমন্বয়করণ ধারাবাহিকতা (কন্টিনিউয়াম)*

উপেক্ষা করে:
- নারী-পুরুষের সমাজ-নির্ধারিত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা, দায়দায়িত্ব, স্বত্ব, এবং অধিকারসমূহ।
- বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষের মধ্যকার ক্ষমতার সম্পর্ক।

জেন্ডার অজ্ঞ

জেন্ডার সচেতন

শোষণমূলক	নমনীয়	রূপান্তরমূলক	লক্ষ্য
জেন্ডার বৈষম্য এবং গতানুগতিক চিন্তাধারার সুযোগ গ্রহণ করে বা এগুলোকে বাড়িয়ে তোলে।	সচেতন ভাবে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য গুলো দূর করার উদ্দেশ্যে কাজ করে।	• জেন্ডারভিত্তিক রীতিনীতি* এবং গতিশীলতা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে উৎসাহিত করে। • জেন্ডার সমতায় সহায়ক অবকাঠামো† নির্মাণ ও সুদৃঢ় করতে ভূমিকা রাখে। • ন্যায়সঙ্গত জেন্ডারভিত্তিক রীতিনীতি ও গতিশীলতা নির্মাণে ও সুদৃঢ় করতে ভূমিকা রাখে। • বৈষম্যপূর্ণ জেন্ডারভিত্তিক রীতিনীতি ও গতিশীলতার সংস্কার সাধন করে।	জেন্ডার সমতা এবং অধিকতর উন্নয়ন

* 'রীতিনীতি' বলতে মনোভাব এবং প্রথাসমূহকেও বোঝায়
† পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল কাঠামো, প্রথা, এবং সম্পর্কের সমন্বয়ে অবকাঠামো গড়ে ওঠে।
* চিত্রটি IGWG থেকে গ্রহণ

জেন্ডার অজ্ঞ এবং জেন্ডার সচেতন

জেন্ডার অজ্ঞ (Gender Blind)

জেন্ডার অজ্ঞ নীতিমালা ও কর্মসূচিগুলো নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা, দায়দায়িত্ব, স্বত্ব, অধিকার, কিংবা বিভিন্ন বয়সের নারী ও পুরুষের মধ্যকার ক্ষমতার সম্পর্ক ইত্যাদি বিচার বিবেচনা না করেই পরিকল্পনা করা হয়।

জেন্ডার-ভিত্তিক রীতিনীতি এবং ক্ষমতার অসম সম্পর্ক স্বাস্থ্যসেবার ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে কিংবা স্বাস্থ্যসেবা দিতে গিয়ে জেন্ডারের ওপর কোনও প্রভাব পড়তে পারে কিনা তা জেন্ডার অজ্ঞ সেবাসমূহে বিবেচনা করা হয়না।

জেন্ডার সচেতন (Gender Aware)

জেন্ডার সচেতনতা হচ্ছে স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী জেন্ডার-ভিত্তিক নানা সম্পর্ক, রীতিনীতি ও পার্থক্যগুলোকে স্বীকার করে নেয়া এবং স্বাস্থ্যসেবায় এর গুরুত্ব বিবেচনা করা।

জেন্ডার ন্যায্য স্বাস্থ্যসেবা দিতে হলে জেন্ডার-ভিত্তিক সম্পর্ক, রীতিনীতি ও পার্থক্যগুলো বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

জেন্ডার সচেতন কার্যক্রম পর্যালোচনা

ধারাবাহিকতার ধাপ	বৈশিষ্ট্য
জেন্ডার শোষণমূলক	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে জেন্ডার বৈষম্য এবং গতানুগতিক চিন্তাধারার সুযোগ নেওয়া হয় বা বৈষম্য আরও বাড়িয়ে তোলা হয়।
	কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৎবাঁধা জেন্ডার রীতি বা ক্ষমতার অসমতার সুযোগ গ্রহণ করা হয়।
	এই পন্থা ক্ষতিকর এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

জেন্ডার সচেতন কার্যক্রম পর্যালোচনা

ধারাবাহিকতার ধাপ	বৈশিষ্ট্য
জেন্ডার নমনীয়	নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জেন্ডার রীতিনীতি, ভূমিকা, ও সম্পর্ক বিবেচনায় নেওয়া হয়। এসবের কারণে নানা সুযোগ-সুবিধার ওপর কোনও প্রভাব পড়ে কিনা তাও বিবেচনায় নেওয়া হয়।
	নারী ও পুরুষ-এর নিজস্ব চাহিদা গুলো বিবেচনা করা হয়।
	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে ইচ্ছাকৃতভাবে নারী অথবা পুরুষ – একটি গোষ্ঠীকে প্রাধান্য বা বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়।

7

জেন্ডার সচেতন কার্যক্রম পর্যালোচনা

ধারাবাহিকতার ধাপ	বৈশিষ্ট্য
জেন্ডার রূপান্তরমূলক	নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জেন্ডার-ভিত্তিক রীতিনীতি, ভূমিকা, ও সম্পর্ক এবং নানারকম সুযোগ-সুবিধার ওপর এসব বিষয়ের প্রভাব বিবেচনায় নেওয়া হয়।
	নারী ও পুরুষ-এর নিজস্ব চাহিদা গুলো বিবেচনা করা হয়।
	স্বাস্থ্য বা অন্যান্য খাতে জেন্ডার-ভিত্তিক বৈষম্যের কারণ গুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়।
	এতে জেন্ডার-ভিত্তিক ক্ষতিকর রীতিনীতি, ভূমিকা ও সম্পর্ক গুলো সংস্কারের উদ্যোগ থাকে।
	সচরাচর এর লক্ষ্য থাকে জেন্ডার সমতা অর্জন করা।

8

উদাহরণ:

- একটি এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে একটি নাটককে কেন্দ্র করে কর্মসূচি নেয়া হয়েছে
- স্থানীয় কোন প্রতিনিধি এতে সম্পৃক্ত ছিলেন না
- একজন বহিরাগত কনসালট্যান্ট এই কর্মসূচি পরিকল্পনা করেছেন যার এই এলাকায় প্রচলিত জেন্ডার নীতিমালা বা অনুশীলন সম্পর্কে ধারণা নেই

*প্রশ্ন: এটি জেন্ডার সমন্বয়ের কোন পর্যায়? কেন?

9

উদাহরণ:

- প্রথমে নাটকটিতে একটি দম্পতিকে দেখানো হল যেখানে অসহনশীল স্বামী ও পাঁচ সন্তান নিয়ে একটি নারীর সংসার
- সন্তান লালন-পালনে ভারাক্রান্ত স্ত্রী সারা বছর ধরে শাকসব্জী ফলানোর জন্য তাদের ছোট্ট জমিতে কাজ করেন।
- এমন কিছু দৃশ্য রয়েছে যাতে কিছু পারিবারিক সহিংসতা রয়েছে, তবে কোনও আলোচনা ছিল না।
- প্রকল্পটি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির চাহিদা কিছুটা বাড়াতে পেরেছে

*প্রশ্ন: এটি জেন্ডার সমন্বয়ের কোন পর্যায়? কেন?

10

উদাহরণ:

- এটি নজরে আনার পরে, একটি নাট্যাংশে পারিবারিক সহিংসতা দেখানো হয় যেখানে প্রতিবেশী নারীরা স্বামীর দ্বারা প্রহৃত নারীর যত্ন নিয়েছে।
- যদিও সমস্যার নিরসনের ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।
- পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্পর্কে অনেক লোক সচেতন হয়েছিল এবং এটিকে অত্যন্ত সফল বলে মনে করা যায়, কারণ প্রকল্পটি তার স্বাস্থ্য সেবার লক্ষ্যগুলি পূরণ করেছে।

- *প্রশ্ন: এটি জেন্ডার সমন্বয়ের কোন পর্যায়? কেন?

11

উদাহরণ:

- পরবর্তীতে নাটকের আরও একটি পট পরিবর্তনে পারিবারিক সহিংসতা দেখানো হয়েছে যেখানে নারীটিকে কিছু কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মী (এইচএ/এফডব্লিউএ) পরামর্শ দিচ্ছে এবং তাকে স্থানীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির (এনএনপিসি) সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া হয়েছে।
- নাটকে অন্য পুরুষ ও নারী একত্রে পারিবারিক সহিংসতা নিয়ে আলোচনা করছিল এবং জেন্ডার ভূমিকা ও দায় দায়িত্ব নিয়ে কথা বলছিল এবং ইতিবাচক আচরণ করছিল।
- পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কমিউনিটির পুরুষ/কিশোর ও নারী/কিশোরীদের মধ্যে ইতিবাচক ও স্বাস্থ্যকর সম্পর্কের প্রচারের মাধ্যমে পরিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে।

- *প্রশ্ন: এটি জেন্ডার সমন্বয়ের কোন পর্যায়? কেন?

12

উদাহরণ: পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রচারাভিযান

পদক্ষেপ	শোষণমূলক	নমনীয়	রূপান্তরমূলক
পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে সচেতনতা তৈরিতে ধারাবাহিক নাটিকা নির্মাণ করা হয়।	ধারাবাহিকের চরিত্র গুলো হল – একজন অবিবেচক স্বামী ও তাঁর স্ত্রী (যাদের ৫টি সন্তান আছে এবং সম্বল বলতে ছোট একটি চাষের জমি)। যেসকল পর্বে পারিবারিক সহিংসতার বিষয় রয়েছে সেগুলোতে কোনও রকম আলোচনা ছাড়াই সহিংসতার ঘটনা গুলো তুলে ধরা হয়েছে। সচেতনতা তৈরির দিক থেকে এই কর্মসূচি খুবই সফল বলে ধরে নেওয়া যায়, কারণ এর ফলে পরিবার পরিকল্পনার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য নিয়ে আসল বার্তাটি আদতে কারও কাছে পৌঁছায়নি। ফলে কমিউনিটিতে জেন্ডার সহিংসতার চিত্রটিও অপরিবর্তিত থেকে যায়।	পারিবারিক সহিংসেতা নিয়ে একটি পর্বে দেখানো হয় যে প্রতিদিন স্বামীর হাতে নির্যাতিত হন এমন একজন নারীর শুশ্রূষা করছেন অপর একজন নারী। কিন্তু নির্যাতন থামাতে একজন পুরুষের ভূমিকা কী হতে পারে সে বিষয়ে এতে কিছুই বলা হয়নি। এই কর্মসূচিটিরও লক্ষ্য পূরণ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়, কারণ এতে অনেক মানুষ পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে সচেতন হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য তো কমেইনি, এমনকি এ নিয়ে কথা বলার মত পরিবেশও তৈরি হয়নি। এতে নারীর প্রতি সহিংসেতাকে আসলে এক প্রকার মেনেই নেওয়া হয়েছে – লক্ষণ গুলোর ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা হয়তো নেওয়া হয়ছে, কিন্তু কারণ গুলোর কোনও প্রতিকার হয়নি।*	পারিবারিক সহিংসেতা নিয়ে একটি পর্বে কমিউনিটির ভূমিকা এবং কাউন্সেলিং সেবার বিষয় গুলো তুলে ধরা হয়েছিল। এই কর্মসূচিতে নারী-পুরুষ সকলেই বিভিন্ন জেন্ডার ভূমিকা খতিয়ে দেখতে এবং ইতিবাচক আচরণের মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসেতা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেন। কর্মসূচিটি দুই দিক থেকে সফল ছিল। একদিকে ছিল পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া, অন্যদিকে ছিল পারিবারিক সহিংসেতা প্রতিরোধে সব বয়সের নারী-পুরষের মধ্যে সুস্থ ও ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে কমিউনিটির সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা।

* কোনও কোনও ক্ষেত্রে সহিংসেতার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়ার মাধ্যমেই একটি সামাজিক বিপ্লবের সূচনা ঘটতে পারে। তাই, একেও রূপান্তরমূলক একটি উদ্যোগের উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি

- **বিডিএইচএস-এর তথ্য অনুযায়ী পুরুষ স্থায়ীপদ্ধতির হার কমে যাচ্ছে**
- **পরিবার পরিকল্পনা সেবা, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার, বা পদ্ধতিগুলোর ভালোমন্দ দিক নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলোচনার হারও খুবই কম**
- **নারীর প্রতি সহিংসতা নিয়ে ২০১৫ জাতীয় জরিপে প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বলপ্রয়োগের ঘটনা অধিক হারে ঘটতে দেখা যায়:**
  - **৩৬.১% নারীর ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার আগে অনুমতির প্রয়োজন হয়**
  - **৪৯.৬% নারী তার স্বামী বা অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্বারা সহিংসতার শিকার হয়**
  - **৬.৪% নারীকে জোরপূর্বক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে বাধ্য করা হয়**
- **পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কাউন্সেলিং-এ যে বিষয়গুলো প্রায়শই অন্তর্ভুক্ত হয় না:**
  - **স্বামী বা অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্বারা সহিংসেতায় করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা**
  - **নারীর স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ কতখানি তা জানতে চেষ্টা করা**
  - **জেন্ডারভিত্তিক প্রত্যাশা বা বৈষম্য বলতে সেবাগ্রহীতা কী বোঝেন তা জানা**

জেন্ডার সমন্বয়করণ ধারাবাহিকতা – কোনও ক্ষতি না করা

প্রশ্নোত্তর

ধন্যবাদ
USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে
সুখী জীবন
সবার জন্য পরিবার পরিকল্পনা
PATHFINDER

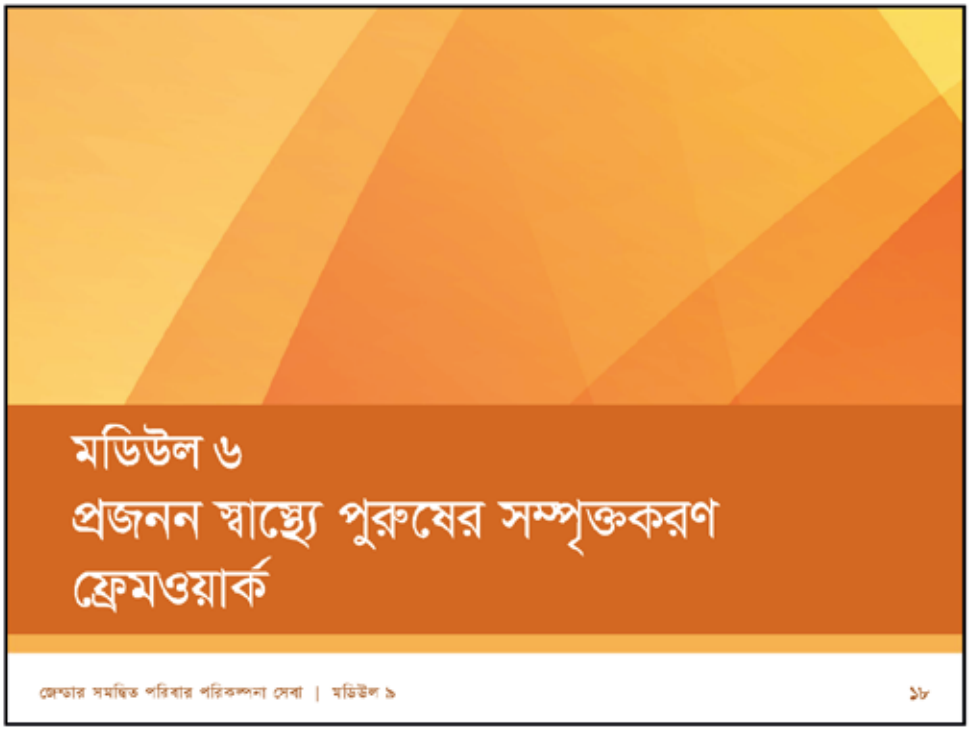
মডিউল ৬
প্রজনন স্বাস্থ্যে পুরুষের সম্পৃক্তকরণ
ফ্রেমওয়ার্ক
জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | মডিউল ৯
১৮

মডিউলের উদ্দেশ্য

মডিউল শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ:

- পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষদের সম্পৃক্ত করার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।
- পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষদের সম্পৃক্ত করার ফ্রেমওয়ার্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষকে সম্পৃক্ত করতে সেবাদানকারী কী কী উপায় অবলম্বন করতে পারেন তা চিহ্নিত করতে পারবেন।

পুরুষের গঠনমূলক অংশগ্রহণ

- নারী ও পুরুষ – উভয়ের ভূমিকা, রীতিনীতি এবং ঝুঁকিসমূহ
- সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার প্রাপ্যতা
- সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ
- সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা
- জেন্ডার প্রথা কীভাবে জেন্ডার বৈষম্য বাড়াতে পারে

পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষকে সম্পৃক্ত করার ফ্রেমওয়ার্ক

সেবাগ্রহীতা হিসাবে পুরুষ

- পুরুষদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সম্ভাব্য ব্যবহারকারী হিসাবে গণ্য করতে হবে। পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাউন্সেলিং দিতে হবে এবং ভ্যাসেকটমির বিষয়ে জানাতে হবে।
- পুরুষের ব্যবহারোপযোগী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির কথা জানাতে হবে এবং তা সরবরাহ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। কোনও কারণে দেয়া সম্ভব না হলে কোথা থেকে তা সংগ্রহ করতে পারবেন, তা জানিয়ে দিতে হবে (রেফার করতে হবে)।
- যেসকল পুরুষ নিজে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করার ব্যাপারে আগ্রহী নন, তাদের পদ্ধতি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে হবে। সেটি করতে গিয়ে নারীর ওপর যেন কোনও ধরণের চাপ সৃষ্টি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সহযোগী সঙ্গী হিসাবে পুরুষ

- পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা একই রকম নয়। কাউন্সেলিং-এর সময় বিষয়টি মনে রাখতে হবে।
- পরিবার পরিকল্পনা সেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয়ার মাধ্যমে পুরুষদের ইতিবাচক অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে হবে।
- সহযোগী হিসাবে পুরুষদের সম্পৃক্ত করতে হবে যেন তারা তাদের স্ত্রী বা সঙ্গীদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেন।
- পরিবার পরিকল্পনা বা প্রজনন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর জেন্ডার বৈষম্যগুলোকে বিবেচনায় নিতে হবে। জেন্ডার সংবেদনশীল কাউন্সেলিং প্রদানের স্বার্থেও এসকল বৈষম্য দূর করা প্রয়োজন।

পরিবর্তনে সহায়ক ব্যক্তি হিসাবে পুরুষ

- জেন্ডার বা পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে দায়িত্বশীল মনোভাব প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ করতে পারে।
- যেসব কর্মসূচিতে "পরিবর্তনে সহায়তাকারী ব্যক্তি" হিসাবে পুরুষের ভূমিকার ওপর জোর দেয়া হয়, সেগুলোতে পুরুষ ও কিশোরদের ব্যক্তিগতভাবেও অবদান রাখার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে।
- জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং প্রজনন স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নয়নসহ জেন্ডার ন্যায্যতা অর্জনের লক্ষ্যে সমাজ বা কমিউনিটির অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকেও সম্পৃক্ত করতে হবে। পুরুষ পুরুষকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে।

জেন্ডার দক্ষ পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারী

১ জেন্ডার সংবেদনশীল যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করা	২ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেওয়া	৩ পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষের সম্পৃক্ততা বাড়ানো
৪ পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রজনন অধিকার এবং মর্যাদা সমর্থন করা	৫ দম্পতিদের নিজেদের মধ্যে ইতিবাচক যোগাযোগ এবং সহযোগিতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা	৬ জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা যথাযথভাবে চিহ্নিতকরণ এবং ব্যবস্থা গ্রহণ

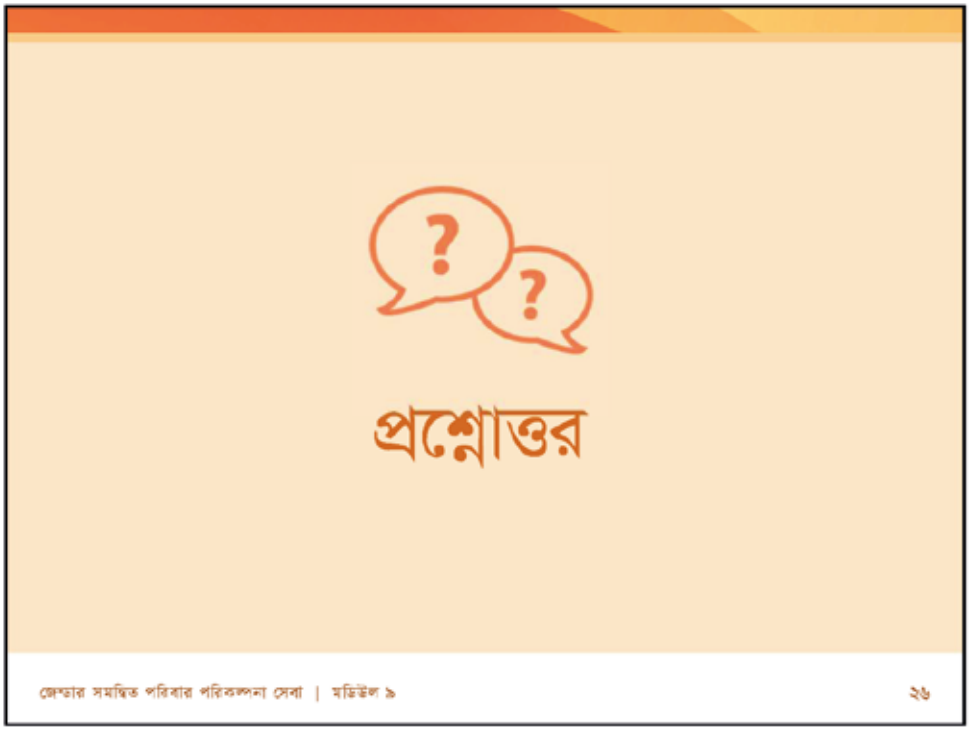
প্রশ্নোত্তর
জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | মডিউল ৯
২৬

ধন্যবাদ
USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে
সুখী জীবন
সবার জন্য পরিবার পরিকল্পনা
PATHFINDER

মডিউল ৭
দক্ষতা উন্নয়ন:
জেন্ডার সংবেদনশীল কাউন্সেলিং

মডিউলের উদ্দেশ্য

মডিউল শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ:

- জেন্ডার সংবেদনশীল কাউন্সেলিং কেমন হওয়া উচিৎ তা করে দেখাতে পারবেন।
- দম্পতিদের মধ্যে ইতিবাচক যোগাযোগ স্থাপনে (একে অপরের সাথে গঠনমূলকভাবে কথা বলার সুযোগ করে দিতে) এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কীভাবে সাহায্য করতে পারেন (ফ্যাসিলিটেশন) তার উপায়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জেন্ডার সংবেদনশীল কাউন্সেলিং

মূল কথা:

- জেন্ডার রীতি/প্রথা এবং ক্ষমতার বৈষম্যের কারণে অধিকার থাকা সত্ত্বেও সেবাগ্রহীতা তার নিজের পছন্দ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।
- পরিবার পরিকল্পনা সেবা বা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নারী-পুরুষ উভয়েই নিতে পারেন এবং উভয়ের ওপরই এর কিছু প্রভাব রয়েছে।
- জেন্ডার রীতি/প্রথার কারণে নারীর পক্ষে সবসময় নিঃসঙ্কোচে মত প্রকাশ করা সম্ভব হয়না – বিশেষত স্বামী যদি ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাই দম্পতিদের একসাথে কাউন্সেলিং প্রদানের সময় নারীর মতামত আগে জেনে নিন।
- **স্বামী বা পরিবারের অনুমোদন না থাকার কারণে যেন কখনোই নারী তার পছন্দের পরিবার পরিকল্পনা সেবা থেকে বঞ্চিত না হন।**

রোল-প্লে সংক্রান্ত নির্দেশনা

- একসাথে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করুন।
- প্রথম রোল-প্লে'র জন্য টুলস্ ৭(ক) হতে যেকোনও একটি দৃশ্য বেছে নিন।
- হ্যান্ডআউট ৭(ক) এবং ৪(ক) পর্যালোচনা করুন এবং হ্যান্ডআউটের বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে রোল-প্লে করা এবং পর্যবেক্ষণের প্রস্তুতি নিন।
- প্রতিটি দল থেকে ১ জন সেবাগ্রহীতার ভূমিকায় অভিনয় করবেন (দম্পতিকে কাউন্সেলিং প্রদানের দৃশ্য হলে স্বামী/সঙ্গীর ভূমিকায় আরও ১ জন); এবং ১ জন সেবাদানকারীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন। বাকি প্রশিক্ষণার্থীরা পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করবেন।
- টুলস্ ৭(ক)-তে বর্ণিত দৃশ্য গুলো এবং তার সাথে সম্পর্কিত প্রশ্ন গুলো দলের মধ্যে পর্যালোচনা করুন।
- পর্যবেক্ষকগণ হ্যান্ডআউট ৭(ক) অনুসরণ করে তাদের মতামত জানাবেন।
- ১০ মিনিটের মধ্যে প্রথম দৃশ্য শেষ করুন। এরপর ভূমিকা পরিবর্তন করুন এবং পরবর্তী দৃশ্যে চলে যান। দলের প্রত্যেককেই যেন সেবাদানকারীর ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ পান।
- ১০ মিনিট পর আবারও দৃশ্য এবং ভূমিকা বদল করুন।

প্রশ্নোত্তর

ধন্যবাদ
USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে
সুখী জীবন
সবার জন্য পরিবার পরিকল্পনা
PATHFINDER

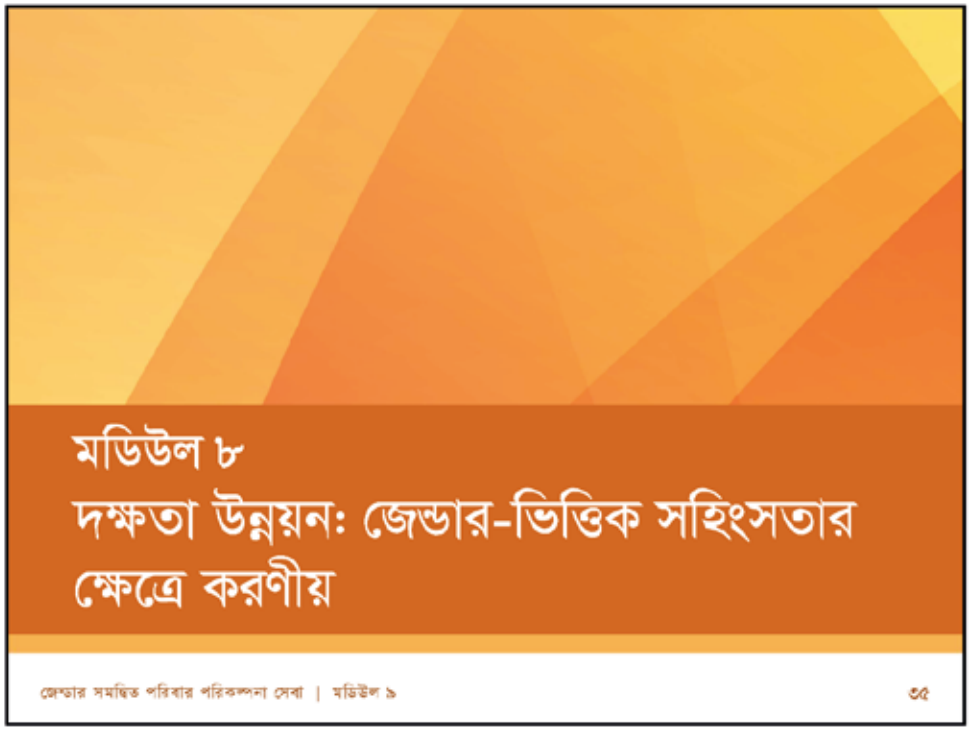
মডিউল ৮
দক্ষতা উন্নয়ন: জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে করণীয়
জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | মডিউল ৯
৩৫

মডিউলের উদ্দেশ্য

মডিউল শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণঃ

- পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রমের সবক্ষেত্রে "কোনও ক্ষতি না করার" নীতি এবং নারীর প্রতি সহিংসতার ঝুঁকি বর্ণনা করতে পারবেন।
- জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করে কীভাবে প্রাথমিক তথ্য সহকারে সেবা দেয়া সম্ভব তা করে দেখাতে পারবেন।

জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার প্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনা

প্রথমত, কোনও ক্ষতি না করা

- বাংলাদেশে প্রতি ৪ জন বিবাহিত নারীর মধ্যে অন্তত ১ জন স্বামী বা অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন।
- বিশ্বস্ততা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করা একান্ত জরুরি, তা না হলে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রকোপ আরও বেড়ে যেতে পারে।
- প্রতিটি পদ্ধতি সম্পর্কে কাউন্সেলিং দেয়ার সময় সঠিকভাবে পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে গেলে কী কী সুবিধা বা অসুবিধা হতে পারে তাও উল্লেখ করতে হবে।
- সেবাগ্রহীতা যদি কোনও সহিংসতার কথা জানিয়ে থাকেন বা যদি তার মনে কোনও শঙ্কা থেকে থাকে যে পদ্ধতি নিলে তার স্বামী বা পরিবারেরে অন্য কারও দ্বারা সহিংসতার শিকার হতে পারেন, তাহলে পদ্ধতিটি তার জন্য কতটুকু কার্যকর বা নিরাপদ হবে সে সম্পর্কে খোলাখুলি ও বাস্তবসম্মতভাবে আলোচনা করুন।

জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার প্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনা

লাইভ্স LIV(ES)

- সেবাগ্রহীতা নারীকে আগে কথা বলার সুযোগ দিন। তিনি গোপন কথা জানাতে বা আলোচনা করতে না চাইলে জোর করবেন না।
- বাড়ির বাইরে যে অল্প কয়েকজন মানুষের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, আপনি (স্বাস্থ্যকর্মী) তাদের অন্যতম। তাই প্রত্যেক সেবাদানকারীর উচিৎ হবে:
  - নারী সেবাগ্রহীতা কী বলছেন তা শোনা (LISTEN)
  - সহজ ও উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে সম্মানের সাথে জেনে নেয়া (INQUIRE)
  - আন্তরিক ও নিরাপদ বোধ করার অধিকার সেবাগ্রহীতার রয়েছে এবং তাই তার অনুভূতিগুলো যে আপনি বুঝতে পারছেন এবং তার অভিজ্ঞতাগুলো যে আপনি বিশ্বাস করেন, সেটা বুঝিয়ে বলা (VALIDATE)

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মী বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পক্ষে ব্যবস্থা নেয়ার প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল। আপনি বা আপনার কেন্দ্র আগ্রহী হলে অধিকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

রোল-প্লে সংক্রান্ত নির্দেশনা

- একসাথে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করুন।
- প্রত্যেক দল থেকে সেবাদানকারীর ভূমিকায় রোল-পে করার জন্য ১ জন, সেবাগ্রহীতার ভূমিকায়
- রোল-পে করার জন্য ১ জন এবং পর্যবেক্ষকের ভূমিকা নিতে ১ জনকে নির্বাচন করবেন। (কোনো দলে যদি চতুর্থ কেউ থেকে থাকেন তবে তিনিও পর্যবেক্ষক হিসাবে থাকতে পারেন।)
- নিজ নিজ দলে রোল-প্লে পরিচালনার জন্য আপনাদের হাতে সময় মোট ১০ মিনিট। এরপর আপনারা ভূমিকা পরিবর্তন করবেন যেন প্রত্যেকেই সেবা প্রদানকারীর ভূমিকায় রোল-প্লে করার সুযোগ পান।
- ১০ মিনিট পর রোল-প্লের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করার জন্য সবাই আবারও একত্র হবেন।

প্রশ্নোত্তর

ধন্যবাদ

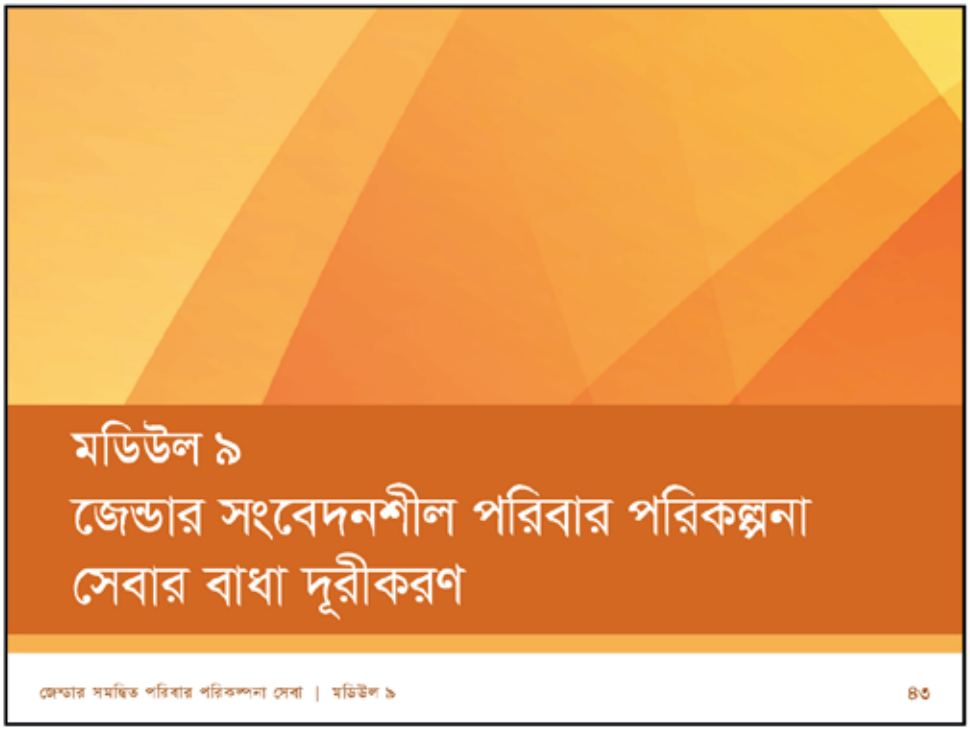

মডিউল ৯
জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার পরিকল্পনা সেবার বাধা দূরীকরণ

মডিউলের উদ্দেশ্য

মডিউল শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ:

- জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সেলিং বা সেবার প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- এই প্রশিক্ষণের ওপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণার্থীগণ তাদের কর্মক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে পরিবর্তন আনার মত অন্তত ৩টি বিষয় চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নির্ধারণ, সম্ভাব্য বাধা চিহ্নিতকরণ এবং বাধা দূর করার কৌশল নির্ধারণ সাপেক্ষে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন।

স্বাস্থ্যকর্মীর চাহিদা

- সহযোগিতাপূর্ণ তদারকি ও ব্যবস্থাপনা
- তথ্য, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন
- উপকরণ, সরঞ্জাম ও অবকাঠামো

উপকরণ, সরঞ্জাম ও অবকাঠামো

- কাউন্সেলিং প্রদানের জন্য আলাদা কক্ষ থাকা প্রয়োজন।
- মানসম্মত সেবা প্রদানের জন্য নির্ভরযোগ্য এবং পর্যাপ্ত সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি এবং অবকাঠামো থাকা প্রয়োজন।

সহযোগিতাপূর্ণ তদারকি ও ব্যবস্থাপনা

সহযোগিতাপূর্ণ তদারকি ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মীগণের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা গেলে তারা তাদের কাজ ভালোভাবে করতে পারবেন। এর মধ্যে রয়েছে:

- দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সার্বক্ষণিক ফিডব্যাক বা মতামত, দিকনির্দেশনা এবং সহযোগিতা
- তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সুযোগ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ

তথ্য, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন

মানসম্মত সেবা প্রদানের জন্য সেবাদানকারীকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং মানসিকতা অর্জন করতে হবে।

জেন্ডার প্রথার নেতিবাচক প্রভাব দূর করতে সেবাদানকারী:

- তার নিজ আচরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জেন্ডার ভূমিকার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হবেন
- পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে নারীর প্রজনন স্বাধিকারে সমর্থন ও সহযোগিতা করবেন
- পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষের গঠনমূলক অংশগ্রহণ উৎসাহিত করবেন – পুরুষকে পদ্ধতি ব্যবহারে অথবা তার সঙ্গীকে ব্যবহারে সাহায্য করতে উৎসাহিত করবেন

কার্যক্রম: কর্মপরিকল্পনা
জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | মডিউল ৯
৫০

কার্যক্রম: পোস্ট-টেস্ট ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন
জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | মডিউল ৯
৫১

অভিনন্দন!
আপনি প্রশিক্ষণ
শেষ করেছেন।
জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা | মডিউল ৯
৫২

ধন্যবাদ
USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে
সুখী জীবন
সবার জন্য পরিবার পরিকল্পনা
PATHFINDER

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

সুখী জীবন
সবার জন্য পরিবার পরিকল্পনা

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

PATHFINDER